আইন করে ইসরায়েলিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল মালদ্বীপ

সারে-জমিন

আল-আমীন ব্রিলিয়ান্ট একাডেমি রানিহাটি শাখার যাত্রা শুরু হল

রূপসী বাংলা

শান্তিনিকেতনে চিন-ভারত সম্মেলনের তাৎপর্য কী

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে শীর্ষ কোর্টে মামলা 'ইউজিসি'র

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৬ এপ্রিল, ২০২৫
২ বৈশাখ ১৪৩২
১৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইপিএলে ১১১ রান করেও কেকেআরকে হারাল পাঞ্জাব

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 102 ■ Daily APONZONE ■ 16 April 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

২৬ এপ্রিল ব্রিগেডের সভা নিয়ে আজ জরুরি বৈঠক ল' বোর্ডের

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পর্সোনাল ল' বোর্ডের পক্ষ থেক কলকাতার ব্রিগেডে ২৬শে এপ্রিল সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কিত ক্বারী ফজলুর রহমানের এক ভিডিও বার্তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ওই ভিডিও বার্তা ব্রিগেড সমাবেশ বাতিলের কথা উল্লেক করায় দ্রুত বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মুহাম্মদ কামরুজ্জামান জানান, ব্রিগেড সমাবেশ বাতিল নিয়ে পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে এখনও কোনও বার্তা দেওয়া হয়নি। এমনকী সভা বাতিল নিয়ে ব্রিগেড সমাবেশের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে, পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লা রহমানি বুধবার বিকাল তিনটেয় এক জরুরি মিটিং ডেকেছেন। সেখানে তিনি কি বার্তা দেন সেটাই দেখার।

কেমন আছেন সুতি, ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জের হিন্দু ও মুসলিমরা

সাম্প্রদায়িক বিভাজন আমাদেরকে আলাদা করতে পারেনি, পারবেও না

আমার বাড়িতে সবসময় মুসলিম ভাইবোনদের ওঠাবসা। আমরা ধর্মীয় বিভাজন বুঝি না, আমাদের সম্প্রীতিই মূল মন্ত্র। সাম্প্রদায়িক বিভাজন আমাদের কোনওভাবেই আলাদা করতে পারেনি, পারবেও না।

স্বাগতা সান্যাল বিশিষ্ট সাহিত্যিক
বাসিন্দা, ধুলিয়ান, দাড়িয়াপুর, সুতি

গত শুক্রবার দুপুরের পর থেকে ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে জমায়েত ঘিরে ধুলিয়ান তথা সামশেরগঞ্জ-সুতিতে অশান্তি সৃষ্টি হয়। এমনকী গুলি, লুটপাটের মতো ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। প্রশাসনের তৎপরতায় তা বন্ধ হয়। রবিবার থেকে অবশ্য জনজীবন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার প্রায় সব দোকানপাট খোলা ছিল। রাত দশটা থেকে চালু হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। ছুটির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ১৭ এপ্রিলের পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে ওই এলাকাগুলিতে। ১৬৩ ধারা কিছু জায়গায় শিথিল করা হচ্ছে। ধুলিয়ান তথা সামশেরগঞ্জ-সুতি তে জনজীবন সাধারণ ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। এলাকায় হিন্দু মুসলিমরা এখন সত্যি কেমন আছেন তা তুলে ধরেছেন 'আপনজন' সাংবাদিক **সারিউল ইসলাম**।

হিন্দু অধ্যুষিত সিংহপাড়ায় মুসলিমদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন হিন্দুরা

সামসেরগঞ্জের সিংহপাড়ায় কয়েক ঘর মুসলিম পরিবারের বসবাস। ধুলিয়ান-সুতির হিংসার ছায়া পড়েনি এখানে। হিন্দু যুবক, এমনকী মহিলারা মুসলিমদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে চলেছেন।

আমরা মিলেমিশে ভালো আছি

প্রতিবেশী মুসলিমরা আমাদের নিয়েই বেঁচে আছে, আমরা হিন্দু-মুসলিম সবাই এক। আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারত, কিন্তু আমরা মিলেমিশে ভালো আছি।

অর্চনা সরকার *বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড*

প্রতিবেশী হিন্দুদের যথেষ্ট সুরক্ষা দিয়েছি

সম্প্রীতির ধুলিয়ানে কিছু গণমাধ্যম বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াচ্ছে।
প্রতিবেশী হিন্দু পরিবারগুলিকে আমরা যথেষ্ট সুরক্ষা দিয়েছি।

আব্দুল গফফার
বাসিন্দা, ধুলিয়ান কৃষ্ণপুর

খুবই সুরক্ষা দিয়েছে মুসলিম ভাইরা

আমি মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের কৃষ্ণপুরে বাসিন্দা। এলাকায় কয়েক ঘর মাত্র হিন্দু পরিবার। আমাদের খুবই সুরক্ষা দিয়েছে মুসলিম ভাইরা।

সুব্রত সরকার
সিন্দা, ধুলিয়ান, কৃষ্ণপুর

সুতিতে সম্প্রীতিই মূলমন্ত্র

সুতিতে ধর্মীয় বিভাজন নয় বরং সম্প্রীতিই মূলমন্ত্র। আমরা একে অপরের পরিপূরক। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা এক হয়ে লড়তে প্রস্তুত।

মোফাক হোসেন *লেখক বাসিন্দা, অরঙ্গাবাদ, সুতি*

হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিমদের পাহারা দিয়েছে হিন্দুরা ও মুসলিম এলাকায় হিন্দু পরিবারকে পাহারা দিয়েছে মুসলিমরা

ঘটনায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপর আক্রমণ হয়েছে।
কিন্তু শুনেছি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিম পরিবারকে পাহারা দিয়েছে হিন্দুরা এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু পরিবারকে পাহারা দিয়েছে মুসলিমরা। সম্প্রীতি বজায় ছিল, আছে এবং থাকবে।

খলিলুর রহমান
সাংসদ, জঙ্গিপুর লোকসভা

ইমামরা হিন্দু ভাইদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে বলেছেন

স্থানীয় ইমামরা মসজিদ থেকে সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা মাইকে ঘোষণা করে হিন্দু ভাইদের সুরক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়।

আব্দুর রাজ্জাক *সাধারণ সম্পাদক, ইমাম সংগঠন*

আজ নেতাজি ইন্ডোরে ইমাম-মুয়াজ্জিন-বুদ্ধিজীবী সম্মেলন

প্রধান বক্তা মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি হাজির থাকবেন পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতিও

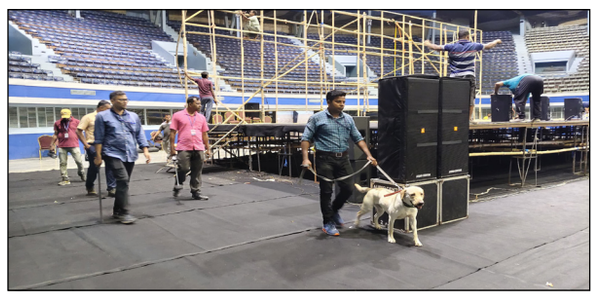

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা

সম্মেলনের প্রস্তুতি সরজমিন খতিয়ে দেখছেন আয়োজকরা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আজ 'ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৩ সালের পর ফের আজ বুধবার নেতাজি ইন্ডোরের ইমাম-মুয়াজ্জিন সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অন্যদিকে, এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পর্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে মাওলানা রহমানির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় পৌঁছেছে।
সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার একদিকে যেমন আয়োজকরা দফায় দফায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সরজমিনে পরিদর্শন করে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। উপস্থিত ছিলেন আয়োজকদের মধ্যে মুখ্য দায়িত্বে থাকা অল-ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা মহঃ বাকিবিল্লাহ মোল্লা, নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা ক্বারী শফিক কাসেমী, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি, ইসতেয়াক আহমেদ(রাজু), কুতুবউদ্দিন তরফদার, অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রজব আলী খান (লাল্টু), রেহান আহমেদ কুরেশি প্রমুখ। অন্যদিকে তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা সভাস্থলে পরিদর্শন করেন। নেতাজি ইন্ডোরে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার রাতেই দূরের জেলাগুলি থেকে ইমাম-মুয়াজ্জিনরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। তাদেরকে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে আয়োজকদের পক্ষ থেকে।
সম্মেলনের সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্যতম আহ্বায়ক বাকিবিল্লাহ মোল্লা।
একদিকে নয়া সংশোধনী ওয়াকফ আইন নিয়ে সারা দেশের পাশাপাশি সারা রাজ্যে প্রতিবাদ আন্দোলনের পারদ চড়ছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ইমাম-মুয়াজ্জিনরা ভাতা বৃদ্ধির দাবি করে আসছেন। এই আবহে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন কিনা সেই দিকে তাকিয়ে আছেন রাজ্যের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা। উল্লেখ্য ভাতা চালুর ১১ বছর পর ২০২৩ সালে নেতাজী ইন্ডোরের ইমাম-মুয়াজ্জিন সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০ টাকা করে ইমাম, মোয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেন । তবে এ দিনে সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বার্তা দেবেন সেদিকেই মুখিয়ে আছেন রাজ্যের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবীরা। সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন পরিচালনার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন আয়োজকরা। তাঁদের কথায় সকাল ১০ টায় সভা শুরু হলেও ৯ টায় নেতাজি ইন্ডোরের গেট খুলে দেওয়া হবে। ছোট বড়ো মিলে ৪০০ থেকে ৪৫০ গাড়ি আসবে। গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ২ টি জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি বঙ্গবাসী গ্রাইন্ড, অন্যটি গঙ্গা সাগর গ্রাউন্ডে গাড়ি পার্কিং করা হবে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে নেতাজি ইন্ডোরে প্রবেশ করবেন, জেলা থেকে আগত মানুষ জন। আগতদের জন্য খাবারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যাপ্ত পানীয় জলদেওয়া হবে। এদিন সমাবেশে আগত ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য তিনটি বিশেষ নম্বর দেওয়া হয়েছে। কোনও অসুবিধায় পড়লে এই তিন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে- তাঁরা হলেন মাওলানা বাকিবিল্লাহ, নম্বর ১৯৭৩২৪৮০৩৪৪, নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, নম্বর ৮৪৩৬৬৮২৫০৭, মুহাম্মদ সালমান, নম্বর ৯৭৪৮৮৪৮৯৩৬। বুধবার সকাল থেকেই মানুষ নেতাজি ইন্ডোরমুখি হবেন। তার জন্য বিভিন্ন এলাকায় সহায়তা ক্যাম্পও থাকবে । জেলা থেকে আগত মানুষদের যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য সক্রিয় থাকবেন আয়োজকরা। গাড়ি নিয়ে যাঁরা কলকাতায় আসবেন তাঁরা কোনওভাবেই কারোর প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আহবান জানানো হয়। আগত মানুষদের সুবিধার্থে সভা স্থলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, ভিভিআইপি, ভিআইপি এবং সর্বসাধারণের জন্য গ্যালারি। বাইরেও কাউন্টার করা হয়েছে, সেখান থেকে খাদ্য, পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে । প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাও থাকছে।
ছবি: মোহাম্মদ জাকারিয়া

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ই.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

১ বৈশাখে নাবালিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন

সুরজীৎ আদক ● উলুবিড়য়া

আপনজন: বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই উলুবেড়িয়ায় নাবালিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন।ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর, উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভেকুটাল গ্রামের বাসিন্দা আসাদুল মোল্লার কন্যা,চলতি বছরে বাগান্ডা জটাধারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনায় ভালো, কিন্তু দারিদ্র্যতার কারণে তাঁর বিয়ে ঠিক হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এলাকায়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকাল বেলায় বিয়ে বন্ধ করতে ভেকুটালের বাড়িতে উপস্থিত হন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ.এম. রিয়াজুল হক। সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া থানার এএসআই সঞ্জীব কুমার দাস সহ অন্যান্য ব্লকের আধিকারিক। বিডিও ওই নাবালিকার পরিবারকে বোঝান যে, নাবালিকা মেয়ের বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর ফলে ভবিষ্যতে মেয়েটির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা প্রশাসনের কথা শুনে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং অঙ্গীকার করেন, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

বাংলা দিবস বোলপুর পৌরসভায়

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পৌরসভার উদ্যোগে ও পরিচালনায় পহেলা বৈশাখ দিনটিকে বাংলা দিবস হিসাবে উদযাপিত করা হল। আজকের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র মূর্তি ও কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া পাশাপাশি বিভিন্ন নৃত্যের সাথে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ ও বোলপুরবাসী।।

নববর্ষের প্রথম দিনে বন্ধ হয়ে গেল টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● টিটাগড়

আপনজন : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই বেকার হয়ে পড়লেন টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিলের ১২৫০ জন শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবি, মালিকপক্ষ জোর করে তাদের উপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগে যে শ্রমিক একটি মেশিন চালাতো, বর্তমানে তাকে ডবল মেশিন চালাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।এর জেরেই শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।এরপর মঙ্গলবার সকালে কাজের চাপ পরায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দেয় নি। শ্রমিকদের দাবি তাদের ওপর অত্যাধিক কাজের চাপ বৃদ্ধি করা যাবে না।তাদের দাবি, যতক্ষণ না মানা হবে ততক্ষণ তারা কাজে যোগ দেবে না।এরপর শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। যদিও মিল কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ফের মিলিটিকে সংঘটিতভাবে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মিল কর্তৃপক্ষ চায় শ্রমিকরা শৃংখলভাবে উৎপাদন কাজে যোগ দিন। বাইরের অফিসার দের নিয়ে এসে মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। অপরদিকে মিলের শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নিলেও শ্রমিকদের সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে মিল কর্তৃপক্ষ। বছরের প্রথম দিন ওই মিলে স্বাভাবিক উৎপাদন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক শ্রমিক ই বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কাজে যোগ দিতে এসে মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে যান সাসপেনশন নোটিশ দেখে। অনেকে আবার মিলের বাইরে গেটের সামনে জটলা করতে থাকেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই মিলের বাইরে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। মিল কর্তৃপক্ষ ভাষা প্রকাশ করেছেন খুব শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের রাস্তা বের হবে। ফের কাজে যোগ দেবেন শ্রমিকরা।

ভাঙড়ে গন্ডগোলে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার ৯

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সোমবার ভাঙড়ে ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।আর সেই কাণ্ডে সারারাত তল্লাশি চালিয়ে মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ।তিন জনকে রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। গভীর রাতে তল্লাশি চালিয়ে বাকি ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, হিংসা ছড়ানো, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।সোমবারের গণ্ডগোলের পরে মঙ্গলবার থমথমে গোটা এলাকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পুড়ে যাওয়া পুলিশ ভ্যান, বাইক। তা সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে দাবি পুলিশের।এলাকায় রয়েছে পুলিশি নজরদারি।সোমবার শিয়ালদহের রামলীলা ময়দানে আইএসএফের তরফে ওয়াকফ বিরোধী কর্মসূচির আয়োজন করা

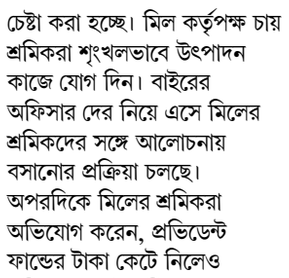

হয়ে ছিল।সেখানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন আইএসএফের কর্মী, সমর্থকরা।ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির ডাকে সমাবেশে যোগ দিতে আসার সময় মিছিল আটকানোকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় বাসন্তী হাইওয়ে। আইএসএফ কর্মীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ। জনতা পালটা আক্রমণ করলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে যায়। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে।তাতে এক আইএসএফ কর্মীর মাথা ফাটে বলে অভিযোগ। এরপরই বাসন্তী হাইওয়েতে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আইএস এফ কর্মীরা। বিক্ষোভে আচমকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়ের এই শোনপুর এলাকা।

শান্তি ফেরাতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার দাবি এসডিপিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫, বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজ ,গণতন্ত্র প্রেমী জনগণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাও তার ব্যতিক্রম নয় বিভিন্ন দল সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে–কখনও সংগঠনগতভাবে, কখনও যৌথভাবে। এরই মাঝে গত ৮ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত জঙ্গীপুর মহকুমার কয়েকটি স্থানে এই আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি হাকিকুল ইসলাম আজ রাজ্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এই সহিংসতার পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচি ছিল, যাতে মূলত কমবয়সী ছেলেরা অংশ নেয়। কিন্তু বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিক ও এলাকার জনগণের মতে, এই যুবকরা স্থানীয় ছিল না–এরা ছিল বিজেপির বহিরাগত লোক। পরিকল্পিতভাবে মিছিলের উপর ইট-পাটকেল

ছোঁড়ার মাধ্যমে বিজেপিই এই আন্দোলনকে সহিংস করে তোলে।"
তিনি আরও দাবি করেন, ১২ এপ্রিল সকালে পুলিশের পোশাক পরে যারা এলাকায় ঘরবাড়ি ও দোকান পুড়িয়েছে, তারা আসলে পুলিশ ছিল না, বরং ছিল বিজেপির গুন্ডা বাহিনী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এই সহিংসতা ছড়ানো হয়েছে।
এসডিপিআই-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপি ও তাদের সহযোগী কিছু মিডিয়া, বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি স্পষ্ট জানান, "৮ থেকে ১২ এপ্রিলের মধ্যে জঙ্গীপুর মহকুমায় ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে এসডিপিআই-এর কোনও কর্মসূচি ছিল না।"
তিনি রাজ্য সরকার ও জনগণকে এই মিথ্যা প্রচার সম্পর্কে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সাম্প্রদায়িক নন' বলে উল্লেখ করেন। হাকিকুল ইসলাম বলেন, "২০২৬ সালের নির্বাচনে জেতার জন্য বাইরে থেকে লোক এনে বিজেপি এই দাঙ্গা ঘটিয়েছে।"
তিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে আরও বেশি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

আল-আমীন ব্রিলিয়ান্ট একাডেমি রানিহাটি শাখার যাত্রা শুরু হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার পাঁচলা থানার গাববেড়িয়ায় আল আমীন মিশনের একটি নতুন বয়েজ ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হল। গত শনিবার আল আমীন ব্রিলিয়ান্ট একাডেমি রানিহাটি শাখার উদ্বোধন করেন আল আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, অভিভাবকগণ আল-আমীনে নিজের সন্তানদের ভর্তি করতে উদগ্রীব হয়ে উঠছেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। খুব কম ছাত্র-ছাত্রীদেকেই আমরা মিশনে ভর্তি নিতে সক্ষম হচ্ছি। এ-বছর একাদশ শ্রেণির প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০০ জন। এদের মধ্যে শতকরা ১৫ শতাংশকেও আমরা মিশনে ভর্তি নিতে পারিনি।
মুখ্যত হস্টেলের অভাবজনিত কারণে আমরা বেশি বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে মিশনের পড়াশোনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।
রানিহাটির নতুন শাখায় প্রায় ১৭০ জন আবাসিক ছাত্র পড়তে পারবে

বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মিশন দীর্ঘদিন ধরেই দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। শুধু একাডেমিক সাফল্য নয়, একটি মানবিক ও নৈতিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই মিশনের অভিযান। পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক আল-আমীন মিশনের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আল-আমীনের প্রচেষ্টায় প্রান্তিক পরিবারের বহু ছেলেমেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত আছেন। পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ডা. আবুবাক্কার মল্লিক ও শুভরআড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আব্দুল হালিম মল্লিক মিশনের এই শাখার মাধ্যমে এলাকায় শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে বলে মন্তব্য করেন। অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন স্টাডি সার্কেলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন, মিশন পরিবারের পক্ষে মহ. আলমগীর বিশ্বাস, সেখ নুরুল আলম, মহ. জামালুদ্দিন মল্লিক, খন্দকার মহিউল হক, সেখ সেনারুল, সেখ আনিসুর রহমান প্রমুখ।

আরামবাগে ওয়াকফ আইন বাতিল করার দাবিতে মহা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আরামবাগ

আপনজন: কেন্দ্রের নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমস্ত অঞ্চল গুলিতে ধরনা-বিক্ষোভ চলছে লাগাতার। আরামবাগ মহাকুমার সাধারণ নাগরিকদের আহ্বান, হুগলির আরামবাগে নতুন ওয়াকাফ আইনের বিরুদ্ধে এক শান্তিপূর্ণ মহা মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। এই মিছিলটি হরিণখোলা থেকে মায়াপুর পর্যন্ত র‍্যালি হয়। উক্ত মিছিল থেকে ওয়াকাফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের জোরালো দাবি তোলা হয়। মিছিলে গোঘাট, আরামবাগ, পুড়শুড়া, খানাকুল, সহ বিভিন্ন এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জিন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সাধারণ মানুষ এর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিল সংখ্যালঘু নেতৃত্ব সহ অন্য ধর্মের নেতৃত্বদের ওয়াকাফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে মিছিলে পা মেলাতে দেখা যায়। মিছিলটি প্রশাসনিক নিয়ম মেনে সুশৃংখল শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। উক্ত মিছিলে পরিচালনা করেন মধ্যে ছিলেন আরামবাগ মহাকুমার সাধারণ নাগরিক বৃন্দের পক্ষে মোহাম্মদ রাকিব হক , খলিল মল্লিক শেখ সোহেল , ইসমাইল খান, রাজু সরকার, সেখ আজাহার উদ্দিন, জুলফিকার খান ,নুরুল হাসান সাইফুদ্দিন মোল্লা, শেখ রাজিব, মুকারাবিন, শেখ মোস্তাকিম দাইয়ান সরকার শেখ সাহেব হানিফ খান শেখ সিরাজুল সহ আরো অন্যান্যরা । সুশৃংখল শান্তিপূর্ণভাবে এই মহা মিছিল শেষে মায়াপুরে জমায়েত হয়ে সর্ব ধর্মের নেতৃত্বদের নিয়ে মঞ্চে সংশোধনী ওয়াকাফ আইনের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তোলা। সংশোধনী ওয়াকাফ আইন বাতিল না হলে পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। শেষে বিশ্ব শান্তির দেওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।
ছবি: **নূর মোহাম্মদ খান**

বাংলা দিবস উপলক্ষে মোথাবাড়ির চৌরঙ্গি মোড়ে মানববন্ধন

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: পহেলা বৈশাখ তথা বাংলা দিবস উপলক্ষে মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়ে মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাবাহক ব্যানারে কর্মসূচির উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন। এদিন মোথাবাড়ির বিধায়িকা কার্যালয় হতে গ্রীণ মার্কেট পর্যন্ত এক মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার মোথাবাড়ি সকল ধর্ম বর্ণের প্রায় কয়েক হাজার মানুষের পদযাত্রার মধ্য দিয়ে শান্তি সম্প্রীতির পিঠস্থান আর একবার প্রমাণ করলেন মোথাবাড়ির জনসাধারণ। হাতে হাত মিলিয়ে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দের বার্তা নিয়ে গোটা বিশ্বব্যাপীর কাছে অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদ পূর্ত কর্মদক্ষ ফিরোজ শেখ, কালিয়াচক-২ ব্লক ৫০ সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল, মৌলানা গোলাম ইয়াসিন, প্রদীপ ঘোষ, বিনয় মন্ডল, মৌলানা জাকির সেখ ছাড়াও অনেকেই।
প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্য তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম ও

রাজনীতির কোলাহলে একদল সন্ত্রাস বাহিনী মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মের উপর কালো হাত বসাতে উঠে পড়ে লেগেছে। আর ওই কালো হাতকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করতে পথে নেমেছেন বহু ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিকরা। মোথাবাড়ির মানববন্ধন মিছিলে সকল মানুষের হাতে শান্তি সৌহার্দের প্লাকাডে দেখা যায়, "বৃহৎ অর্থে আমাদের একটাই পরিচয় আমরা ভারতবাসী আমাদের একটাই ধর্ম মানব ধর্ম", রমজানের বাগানের ফুলে রামের বাড়িতে উৎসব, রামের গরুর দুধ খেয়ে রমজানের শিশুর কলরব, হাতে হাত রেখে আজ করি শপথ দেশমাতার আজ কঠিন বিপদ, কে হিন্দু কে মুসলমান এইতো নয় ভ্রাতিত্ব পরিচয়, নাঙ্গল বানাতে কামার প্রয়োজন, ফসল ফলাতে কৃষক, হাতে হাত রেখে আজ করি শপথ, ভ্রাতৃত্ব এই বন্ধন যেন থাকে, অটুট আজীবন। এছাড়াও বাংলার মনীষীদের বাণী যথা কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কথা, "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ" এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"
সাবিনা ইয়াসমিন তার বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্র সরকারে আনা এনআরসি ও সিএএ আইনের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ তৈরি করেছিলেন ঠিক একই পথে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে ওয়াকফ আইন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাতে যেমন শিখ-হিন্দু, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সকলের সহযোগিতায় আমরা ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তায় শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে আন্দোলন করবো। আমাদের কোন হিন্দু-মুসলিম ভাইদের সম্প্রীতিতে কোন বাধন আঘাত না আসে।

রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগারে ভাষা স্মারক ও রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক তথা বিজ্ঞানী ডঃ চন্দ্র নারায়ণ বৈরাগ্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অভয় সামন্ত, মেমারি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, কাউন্সিলার ডাঃ চিরঞ্জীব ঘোষ, সোনালী বাগ, গ্রন্থাগার পরিচালন সভাপতি অচিন্ত্য চ্যাটার্জী, সম্পাদক আশীষ ঘোষ দস্তিদার, গ্রন্থাগারিক সঞ্জয় দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকার সকল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উল্লেখযোগ্য লেখক, কবি ও গ্রন্থাগারের প্রবীণ পাঠকদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ভুয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি এলাকার ছেলে মেয়ে সহ পাঠকপাঠিকাদের গ্রন্থাগারমুখি হওয়ার আহ্বান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলা দিবসে সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগ

সারিউল ইসলাম ● ভগবানগোলা

আপনজন: বাংলা নববর্ষের দিন বাংলা দিবস বা পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভগবানগোলা-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। রানীতলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এদিনের শিবিরে দেড়শো জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন বলে জানান ব্লক সভাপতি আব্দুর রউফ। একই সঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেস ছেড়ে খড়িবোনা অঞ্চলের প্রায় দেড়শো কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তাদের হাতে মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে জানিয়েছেন সেই কথা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রউফ, প্রাক্তন বিধায়ক চাঁদ মহম্মদ প্রমুখ।

বাংলা দিবসে গুণীজন সংবর্ধনা তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সাড়ম্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো শাসনের পাকদহে। বারাসাত-২ ব্লকের অন্তর্গত দাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল নেতা আব্দুল হাইয়ের উদ্যোগে এলাকার প্রবীণ নাগরিক ও বয়োজ্যেষ্ঠ দলীয় কর্মীদের সংবর্ধিত করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা থেকে পহেলা বৈশাখ দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে উদযাপন করার উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করার নির্দেশ দেয় রাজ্য নেতৃত্বরা। সেই নির্দেশিকা মেনেই মঙ্গলবার সকালে পয়লা বৈশাখের দিন পাকদহে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হলো।
অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা দাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল নেতা আব্দুল হাই বলেন, 'এলাকার প্রবীণ নাগরিক ও দলের বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীদের সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করলাম।' তিনি আরও বলেন, 'সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের পাশে থাকতে হবে। পাশাপাশি দলীয় নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। শুধু ছবি তুলে প্রচারের মাধ্যমে নিজেকে বড় করা যায় না।
এদিন সকালে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তৃণমূলের যুবনেতা ইফতিকার উদ্দিন, দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আব্দুল হাই। এদিন কয়েকশো মানুষকে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধিত হয়ে এলাকার বিশিষ্টজনেরা সন্তোষ প্রকাশ করে আব্দুল হাই এর উদ্দেশ্যে বলেন, 'আরও এগিয়ে যাও, দোয়া রইল।'

বর্ষবরণে ১৪৩২ টি ডুব বিষ্ণুপুরের যুবকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এ এক অভিনব বর্ষবরণ বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য যমুনা বাঁধের জলে ১৪৩২ টি ডুব দিয়ে বর্ষবরণ করলেন বিষ্ণুপুরের এক যুবক । মঙ্গলবার নববর্ষ, ১৪৩১কে বিদায় জানিয়ে ১৪৩২ কে বরণ করে নেওয়া পালা। তাই সকাল থেকেই দিকে দিকে বিভিন্নভাবে বর্ষবরণ পালিত হচ্ছে। কোথাও নাচখানে বর্ষবরণ, কোথাও আবার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে বর্ষবরণ করছে বাঙালি। আবার কোথাও পিকনিক মুডে বাঙালি। তবে বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুরের যুবক সদানন্দ দত্তের অভিনব বর্ষবরণ দেখতে ভিড় জমিয়েছে বিষ্ণুপুরবাসি। বিষ্ণুপুরে সেচ কাজ ও জলের চাহিদা মেটানোর জন্য মল্ল রাজাদের আমলে তৈরি ঐতিহাসিক যমুনা বাঁধের জলে ১৪৩২ টি ডুব দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন তিনি। ইংরেজি নিউ ইয়ার থেকে বাংলা নববর্ষ প্রতিবছরই আজ থেকে ১৭-১৮ বছর ধরে এভাবেই নতুন বছরকে বরণ করে বিষ্ণুপুরের যুবক সদানন্দ দত্ত। তার উদ্দেশ্য এভাবে করেই একদিন গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ নাম তোলা। তিনি চাইছেন তার এই অভিনব বর্ষবরণ যাতে বিশ্বের মানুষ দেখতে পায়। তবে সরকার যদি তার পাশে দাঁড়ায় হয়তো তার এই ইচ্ছা একদিন পূর্ণতা পাবে।এদিনের সদানন্দ দত্তের অভিনব বর্ষবরণ দেখতে যমুনা বাঁধের পাড়ে ভিড় জমিয়ে ছিল কয়েকশো মানুষ।

প্রথম নজর

শিগগিরই ডোর টু ডোর কুরিয়ার সেবা চালু করবে এমিরেটস

আপনজন ডেস্ক: আগামী বছর থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে কুরিয়ার সেবা চালু করতে চায় এমিরেটস। এমিরেটস স্কাইকার্গোর পণ্য ও উদ্ভাবন বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেনিস লিস্টার মঙ্গলবার খালিজ টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন। লিস্টার বলেন, 'ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ থাকে, তাই বিষয়টা কিছুটা জটিল। আমরা এখনই শুরু করছি না, তবে আশা করছি আগামী বছর চালু করতে পারব।' তিনি বলেন, নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু পরিচিত প্রেরণকারীদের দিয়ে সেবা চালু করা হচ্ছে, যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। 'আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ও নীতিমালা তৈরি করছি। আমরা সম্ভবত প্রথমে সেবাটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু করব।'

এ মাসের শুরুতে দুবাই ক্যারিয়ার 'এমিরেটস কুরিয়ার এক্সপ্রেস' চালু করেছে, যা ব্যক্তি পর্যায়ে পণ্য সরবরাহের নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। এই পরিষেবাটি এমিরেটসের ২৫০টিরও বেশি ওয়াইড-বডি পেসেঞ্জার ও কার্গো বিমানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চালান পাঠাতে পারবে। 'এই সেবার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি যেকোনো গন্তব্য বিমানবন্দরে সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে। ফলে গ্রাহকের কাছাকাছি পৌঁছানো, গন্তব্যে ইনভেন্টরি খরচ কমানো এবং দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব,' বলে জানিয়েছে লিস্টার। লিস্টার বলেন, 'শুরুর আগ্রহ ছিল অবিশ্বাস্য। গ্রাহকদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর অনুরোধ পাচ্ছি। আমরা বিশ্বের দ্রুততম ডোর-টু-ডোর ক্রস-বর্ডার পার্সেল সল্যুশন বাজারে এনেছি। বড় ব্যবসা হোক বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, সবাই নতুন সমাধানের জন্য প্রস্তুত।' তিনি আরো জানান, এটি গ্রাহকদের প্রিমিয়াম সেবা দেবে। তাই যারা দ্রুত ডেলিভারি চান তাদের জন্যই এটি উপযুক্ত। 'মানুষ দ্রুত পণ্য ডেলিভারি চায়। যখন তারা অনলাইনে কিছু অর্ডার করেন, তখন তারা জানতে চান যে আপনি কত দ্রুত তাদের পণ্য ডেলিভারি করতে পারবেন। তাই আমরা খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কাজ করব এবং তাদের মাধ্যমেই ডোর-টু-ডোর সমাধান সরবরাহ করব।

ইরাকে তীব্র ধূলিঝড়ে অসুস্থ হাজারও মানুষ, দুটি বিমানবন্দর বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: ইরাকে ব্যাপক ধূলিঝড় হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ধূলিঝড়ের পর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন এক হাজারেরও বেশি লোক। মুথান্না প্রদেশের একজন কর্মকর্তা এএফপি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, কমপক্ষে ৭০০ জনের শ্বাসকষ্টের ঘটনা ঘটেছে। অনলাইনে শেয়ার করা ফুটেজে দেখা গেছে, এলাকাগুলো ঘন কমলা রঙের কুয়াশায় ঢাকা। স্থানীয় মিডিয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিমান চলাচল বন্ধের খবর দিচ্ছে। ইরাকে ধূলিঝড় সাধারণ হলেও কিছু বিশেষজ্ঞ ধারণা করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ সমস্যা আরো তীব্র হয়ে উঠছে। এএফপি অনুসারে, পথচারীরা ধুলা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মুখোশ পরছে। শ্বাসকষ্টজনিত লোকদের সহায়তা করার জন্য প্যারামেডিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। দক্ষিণ ইরাকের মুথান্না প্রদেশের হাসপাতালগুলোতে কমপক্ষে ৭০০ জন শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছেন বলে স্থানীয় একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন। নাজাফ প্রদেশে ২৫০ জনেরও বেশি লোককে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং শিশুসহ কমপক্ষে ৩২২ জন রোগীকে দিওয়ানিয়াহ প্রদেশের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধী কার এবং বসরা প্রদেশে ৫৩০ জন শ্বাসকষ্টের সমস্যা রিপোর্ট করেছেন। ধূলিঝড় ইরাকের দক্ষিণ প্রদেশগুলোকে কমলা মেঘে ঢেকে ফেলেছিল। ফলে দৃশ্যমানতা এক কিলোমিটারেরও কম (০.৬২ মাইল) হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে নাজাফ এবং বসরা প্রদেশের বিমানবন্দর বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়া পরিষেবা অনুসারে, মঙ্গলবার সকালের মধ্যে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালেও একটি তীব্র ধূলিঝড়ে একজনের মৃত্যু হয় এবং ৫ হাজারের বেশি লোকের শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মতে, ইরাক ভবিষ্যতে বেশি বশি ধূলিঝড়ের মুখোমুখি হবে।

আইন করে ইসরায়েলিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল মালদ্বীপ

আপনজন ডেস্ক: পর্যটননির্ভর মালদ্বীপে আইন করে ইসরায়েলিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি 'দৃঢ় সংকল্পের' অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি। মালদ্বীপের সংসদে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) আইনটি পাস হয়। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু আইনটির অনুমোদন দেন। তার দপ্তরের এক কর্মকর্তা বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, এটি অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। মোহাম্মদ মুইজ্জু বিবৃতিতে বলেছেন, "নতুন আইনটির অনুমোদন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অব্যাহত নৃশংসতা এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।" তিনি আরও বলেছেন, "ফিলিস্তিনিদের লড়াইয়ের প্রতি মালদ্বীপ তার দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।" দখলদার ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত বছর ইসরায়েলিদের মালদ্বীপ ভ্রমণে না যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর এখন পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা। ইসরায়েলিদের মালদ্বীপে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে বলে গত বছরের জুনে জানিয়েছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট। ওই সময় ইসরায়েলিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিতে করণীয় ঠিক করতে কমিটি ঠিক করা হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে আজ আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির সংসদে তোলা হয়। সংসদে পাস হওয়ার পর কোনো বিলম্ব না করেই আইনটির অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। ইসরায়েলিদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গত ১২ এপ্রিল বাংলাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এতে লাখ লাখ মানুষ যোগ দেন।

টেক্সাসের মুসলিমদের বসতি ও মসজিদে গভর্নরের বাধা

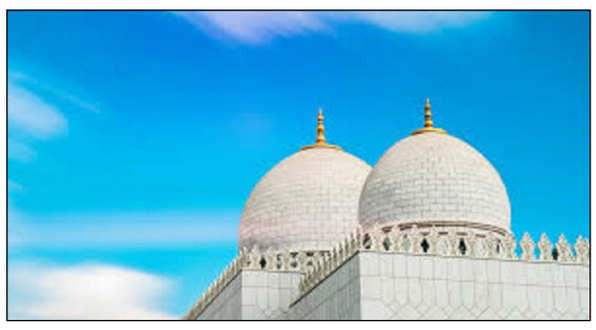

আপনজন ডেস্ক: বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, টেক্সাসের জোসেফিন এলাকার বাইরে ৪০০ একর ভুট্টা ও খড়ের জমিতে কোনো মুসলিম আবাসন উন্নয়ন প্রকল্প যুক্তরাষ্ট্রে খুব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হওয়ার কথা নয়। তবুও, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট পরিকল্পিত এই বসতি উন্নয়ন বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারণ, এখানে একটি মসজিদ রয়েছে, এবং মুসলিমরা বসতি নির্মাণ করতে চাচ্ছে। অ্যাবট সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সামাজিক মাধ্যমে এই প্রকল্পের বিজ্ঞাপনের একটি ভিডিও কমপক্ষে ১১ বার পোস্ট করে লিখেছেন, 'স্পষ্ট করে বলতে গেলে, টেক্সাসে শরিয়া আইন অনুমোদিত নয়। শরিয়া শহরগুলিও অনুমোদিত নয়।' কিন্তু ইস্ট প্লানো ইসলামিক সেন্টারের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তাবিত, জোসেফিনে প্রায় এক হাজার বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পিত এই আবাসন সম্প্রদায়, যা এপিক নামে পরিচিত, দেখিয়েছে যে পুরোনো বিদ্বেষ কতটা স্থায়ী হতে পারে। টেক্সাসে বেড়ে ওঠা ইমাম নাদিম বশির বলেন, এটি অন্যদের ওপর মুসলিম ধর্মীয় নিয়ম চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, যেমনটি গভর্নর বলছেন। তিনি বলেন, 'কেন তিনি এমন বানোয়াট কিছু বলছেন, যা আমরা কখনও বলিনি? আমরা সর্বদা যুক্তরাষ্ট্র এবং টেক্সাস রাজ্যের আইনের আওতায় কাজ করব।' অ্যাবট দাবি করেছেন, আবাসন নির্মাতারা ন্যায্য আবাসন ও আর্থিক আইন লঙ্ঘন করেছে। তিনি ইসলামিক সেন্টারকে অবৈধভাবে মরদেহ গোসল ও জানাজা পরিচালনার অভিযোগও করেছেন। অ্যাবট পরপর একাধিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এর সঙ্গে, রাজ্যের রক্ষণশীল অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটন তার নিজস্ব ফৌজদারি তদন্তও যুক্ত করেছেন। টেক্সাসের মুসলিম সমাজ গত দুই দশক ধরে প্লানোতে একটি খাদ্য ব্যাংক, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শীতকালে শহরের একমাত্র উষ্ণায়ন কেন্দ্রের সেবা দিয়ে আসছে। গভর্নরের পদক্ষেপগুলো এপিক সিটি নামে পরিচিত প্রস্তাবিত আবাসন উন্নয়নের বিরোধিতাকে উস্কে দিয়েছে, এমনকি প্রাথমিক পরিকল্পনা জমা দেওয়ার আগেই। কলিন কাউন্টিতে প্রকল্পটির ওপর একটি শুনানিতে, যেখানে এর কিছু অংশ অবস্থিত হবে, হান্ট কাউন্টির ভূমি বিভাগের প্রধান রিপাবলিকান ক্রিস্টা শিল্ড বলেন, 'জানুন এর অর্থ কী হবে—সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, পাথর ছুঁড়ে হত্যা, তাদের অল্পবয়সী মেয়েদের বয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া।' তবে ইস্ট প্লানো ইসলামিক সেন্টারের নেতারা এর প্রতিবাদে বলেছেন, এই ধরনের মন্তব্য তাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবকে প্রতিফলিত করে। ইমাম নাদিম বলেন, 'গভর্নর শরিয়ার মতো ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে অপ্রয়োজনীয় ভয় তৈরি করেছেন।' উত্তর টেক্সাসের অন্যান্য স্থানেও মুসলিম আবাসন নির্মাতাদের প্রকল্পগুলোকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যার মধ্যে ব্লু রিজ শহরে চলমান আইনি লড়াইও রয়েছে। ইমরান চৌধুরী, যিনি ইসলামিক সেন্টারের সাথে যুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'কমিউনিটি ক্যাপিটাল পার্টনার্স'-এর পক্ষে প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন, তিনি একটি গোপন মোবাইল নম্বর থেকে হুমকি পেয়েছেন, 'আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যাও।' এটি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রায়ই রাতের মধ্যভাগে বিভিন্ন নম্বর থেকে তাকে দেওয়া হুমকিগুলোর অন্যতম। ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক নিযুক্ত অভিজ্ঞ ফৌজদারি আইনজীবী ড্যান কগডেল বলেন, এখানে কোনো অপরাধ ঘটেনি। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে এটি আবারও ৯/১১-এর মতো।' জোসেফিনের মসজিদে মৃতের গোসল, কাফন পরানো এবং জানাজা হয়। মসজিদের শিক্ষা পরিচালক মোহাম্মদ বাজুর বলেন, এটি টেক্সাস আইনের অধীনে, একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির আওতায় করা হয়। কিন্তু গত মাসে, টেক্সাস অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিষেবা কমিশন মসজিদটিকে মৃতদেহ পরিষেবা কার্যক্রম বন্ধ করার, অন্যথায় এটিকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে দেখার জন্য স্থানীয় জেলা অ্যাটর্নিকে নির্দেশ দিয়ে একটি 'জব্দ ও বন্ধ' করার চিঠি পাঠিয়েছে।

মাহমুদ খালিলের মুক্তি চেয়ে ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিনপন্থীদের তীব্র বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদকারীরা মার্কিন অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE) সদর দফতরের সামনে জড়ো হয়ে জোরালোভাবে দাবি তুলেছেন—ফিলিস্তিনি অ্যাকটিভিস্ট মাহমুদ খালিলকে মুক্তি দিতে হবে। সোমবার (১৪ এপ্রিল) এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে নিয়ে গলা মিলিয়েছেন "মাহমুদ খালিল মুক্ত হোক, ছাত্রদের মুক্ত করতে হবে" স্লোগানে, আর বলেছেন "গাজা, তুমি একা নও।" বিক্ষোভটি হয় মাহমুদ খালিলের আটকের প্রতিবাদে, যিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট এবং যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে গ্রিন কার্ডধারী। গত ৮ মার্চ আইসিই (ICE) এজেন্টরা তাকে গ্রেফতার করে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর আদেশে তার স্টুডেন্ট ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করার পর। অভিযোগ করা হয়, খালিল হামাস-ঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন—যদিও কোনো প্রমাণ প্রকাশ্যে আনা হয়নি। বিক্ষোভকারীরা এই পদক্ষেপকে "নির্যাতনমূলক ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—"মাহমুদ খালিলকে মুক্তি দাও," "ট্রাম্প, আমাদের ছাত্রদের থেকে হাত গুটাও," "নিপীড়ন বন্ধ করো" এবং "ইসরায়েলকে সব মার্কিন সহায়তা বন্ধ করো।" বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের একাধিক নির্বাহী আদেশ এখন বিদেশি নাগরিকদের 'শত্রুভাবাপন্ন' মনোভাবের অভিযোগে আটক ও বিতাড়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে—বিশেষত যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন।

নাগরিকত্বের সাক্ষাৎকারে গিয়ে আমেরিকায় গ্রেফতার ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভের সংগঠক মহসেন মাহদাবি। গ্রীনকার্ডধারী এই শিক্ষার্থীর আগামী মাসে স্নাতক সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সোমবার তাকে ভারমন্টের কোলচেস্টার থেকে গ্রেফতার করা হয়। মাহদাবির আইনজীবী লুনা দ্রুবি জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে গাজা-ইসরাইল যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সরাসরি পাল্টা জবাবে তাকে কাস্টডিতে পাঠানো হয়েছে। একই অভিযোগে অভিযুক্ত আরও দুজনের নাম উল্লেখ করে বিবিসি লিখেছে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাহমুদ খলিল এবং টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের রুমেইসা ওজতুর্কসহ ক্যাম্পাসের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অন্যদেরও আটক করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওদিকে, মাহদাবির বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিবিসি। সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, দুজন পুলিশ তাকে একটি গাড়িতে তুলছে। মাহদাবির আইনজীবী দ্রুবি বলেন, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার অপরাধে এবং একজন ফিলিস্তিনি পরিচয়ের কারণেই তাকে আটক করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গাজায় ঘটে যাওয়া নৃশংসতার বিরুদ্ধে যারা মুখ খুলছেন, তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টাতেই এই আটকে রাখা। এটি অসাংবিধানিকও বটে। মাহদাবিকে ভারমন্টের বাইরে সরিয়ে নেওয়া বা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিত যাতে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, সেজন্য আইনজীবী দ্রুবি ফেডারেল আদালতে একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানিয়েছেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক উইলিয়াম সেশনস দ্রুত সেই নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেন। আদালতে দাখিল করা নথির তথ্য অনুযায়ী, মাহদাবির জন্ম পশ্চিম তীরের শরণার্থী শিবিরে। সেখান থেকে তিনি ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। দর্শনে পড়াশোনা করা এই শিক্ষার্থী বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী, যার ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে অহিংসা এবং সহানুভূতির আদর্শ—নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে এমনটাই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রকে 'টাইট' দিতে ভিয়েতনামে শি: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রকে চাপে ফেলে 'টাইট' দিতেই চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সফরের শুরুতে স্থানীয় সময় সোমবার (১৪ এপ্রিল) ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় পৌঁছান শি। হ্যানয়ের বৈঠক শেষেই এ সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান ট্রাম্প। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রতিবেশী তিনটি দেশে সফর শুরু করেন চীনের প্রেসিডেন্ট। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার তথ্যমতে, শি তার সফরে ১৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ায় যাবেন এবং ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল কম্বোডিয়ায় যাবেন। এমন একটি সময় শি এই সফর শুরু করেছেন, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শুল্কারোপ নিয়ে উত্তেজনা চলছে। এছাড়া ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়াও ট্রাম্পের শুল্কারোপে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে। ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ানের খবরে এমন তথ্য দেয়া হয়েছে। সফরের প্রথম দিনে ভিয়েতনামের শীর্ষ নেতা তো লামের সাথে বৈঠক করেন চীনের প্রেসিডেন্ট। এ সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ়করণসহ দেশ দুটির মধ্যে সরবরাহ শৃঙ্খল মজবুত করতে বেশকিছু সমঝোতা স্মারক সই করেন শি ও লাম। এর পরপরই হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই বৈঠক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতির উদ্দেশেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'এখানে আমি চীনেরও দোষ দেখছি না, ভিয়েতনামেরও না। খুবই ভালো একটি বৈঠক হয়েছে, যেখানে আলোচনার বিষয় হলো- কীভাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে টাইট দিতে পারি!' বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় একটি সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে, চীনের মাথার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ১৪৫ শতাংশ শুল্ক। অন্যদিকে, ভিয়েতনামের ওপর রয়েছে ওয়াশিংটনের ৪৬ শতাংশ শুল্ক। যদিও সেটি ৯০ দিনের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন ট্রাম্প। তাই শঙ্কা এখনো কাটেনি। এককভাবে ভিয়েতনামের পণ্য রফতানির সবথেকে বড় বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে শুল্ক কার্যকর হলে সেটি ভিয়েতনামের অর্থনীতিতে নিশ্চিতভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আবার চীনের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে হলে চীনেরও একটি বিকল্প বাজার দরকার। সে কারণে চীন এবার দক্ষিণ এশিয়ায় মনোযোগ দিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০২ মি.

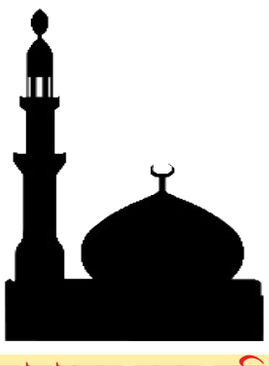

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫২	৫.১৫
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০২	
এশা	৭.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

পার্লামেন্ট ভেঙে দিল সিঙ্গাপুর

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসায় সাংবিধানিক বিধি মেনে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছে সিঙ্গাপুর। প্রধানমন্ত্রী লরেন্স উওংয়ের সঙ্গে পরামর্শের পর সোমবার পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নম। আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে দেশটিতে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে ১৯৬৫ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে পিপলস অ্যাকশন পার্টি (প্যাপ)। অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত হওয়া প্রতিটি নির্বাচনে জয়ী হয়েছে

জনসমক্ষে এলজিবিটিকিউদের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, বিল পাস করল হাঙ্গেরি

আপনজন ডেস্ক: জনসমক্ষে এলজিবিটিকিউ প্লাস গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান নিষিদ্ধে সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করল হাঙ্গেরি। আইনি বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত জনপ্রিয়তাবাদী সরকারের কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের আরেকটি নিদর্শন। এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান 'গৌরব পদযাত্রা বা প্রাইড প্যারেড' নারী ও পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী (এলজিবিটি) সংস্কৃতির উৎসব। অনেক সময় সমকামী বিবাহসহ অন্যান্য আইনগত ইস্যুকে তুলে ধরার জন্যও এই জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অধিকাংশ গৌরব পদযাত্রাই বার্ষিক অনুষ্ঠান। আধুনিক এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'স্টোনওয়াল বিদ্রোহের' বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনেক গৌরব পদযাত্রার আয়োজন করা হয় জুন মাসে। সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট গতকাল সোমবার এক সাংবিধানিক সংশোধনী পাশ করেছে, যার মাধ্যমে সরকার এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের জনসমক্ষে অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। এই সংশোধনীটি পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন ছিল, ১৪০টি ভোট পক্ষে ও ২১টি ভোট বিপক্ষে যায়।

ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ, ৪ জনকে বিতাড়নের নির্দেশ জার্মানির

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনপন্থী চার বিদেশি নাগরিককে বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছে জার্মানি। ওই চারজনের কারও বিরুদ্ধেই অপরাধে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ নেই। যাদের জার্মানি থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের তিনজন ইউরোপীয় ও একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। জানা যায়, চারজনই এ বছর জানুয়ারিতে ডাকযোগে প্রথম এ বিষয়ে চিঠি পান। ওই চিঠিতে তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার হারানোর কথা জানানো হয়। আলজাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই মাস পর ওই চারজনের আইনজীবীরা তাদের মক্কেলের পক্ষে বার্লিনের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিতাড়নের নির্দেশসংবলিত চিঠি পান। তাদের ২১ এপ্রিলের মধ্যে জার্মানি ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নতুবা তাদের জোর করে বিতাড়ন করা হবে। ওই চার ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারী হলেন মার্কিন নাগরিক ২৭ বছর বয়সী কুপার লংবটম। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। বাকি তিনজন হলেন পোল্যান্ডের নাগরিক ৩৫ বছরের কাসা ব্লেচেক এবং দুই আইরিশ নাগরিক শেন ও'ব্রায়ান (২৯) ও রবার্টা মারে (৩১)।

ট্রাম্পের নির্দেশ না মানায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান স্থগিত

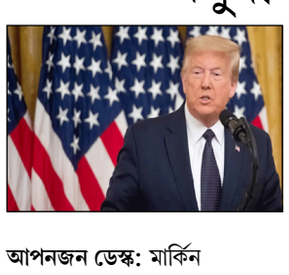

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২.২ বিলিয়ন ডলারের অনুদান স্থগিত করেছে হোয়াইট হাউস। শুধু অনুদানই নয়, স্থগিত করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে থাকা আরো ৬০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি। শুক্রবার পাঠানো এক চিঠিতে হার্ভার্ডকে 'ব্যাপক সংস্কার' কার্যকর করার নির্দেশ দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। এর মধ্যে রয়েছে মেধাভিত্তিক ভর্তি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা, ছাত্র, শিক্ষক ও প্রশাসনের মধ্যে বৈচিত্র্যবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নিরীক্ষা চালানো এবং মুখোশ পরা নিষিদ্ধ করা। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ১০টি দাবির কথা জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের তরফে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে একটি উদ্বেগজনক অধিকারের মানসিকতাকে ডেকে আনা হয়েছে। এই তালিকায় নাম আছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ইহুদি-বিদ্বেষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ মার্কিন প্রশাসনের। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা, ২ বৈশাখ ১৪৩২, ১৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল—সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কখোনি ব্যত্যয় হইতেছে—ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই। সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল—পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র প্রত্যেক গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। যেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।

আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতে পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কখোনি মূল্যবান—তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

শান্তিনিকেতনে চিন-ভারত সম্মেলনের তাৎপর্য কী

প্রায় কোনো প্রচার ছাড়াই ভারত ও চীনের সমাজবিজ্ঞানী, কূটনীতিবিদ, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে দুই দিনের একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল শান্তিনিকেতনে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ঘোষণার দিনকয়েক আগে। এ অনুষ্ঠানের ভূরাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী।**

সভাটিকে ঐতিহাসিকই বলতে হবে। কলকাতার চীনা উপদূতাবাসের কনসাল জেনারেল ঝু ওয়েইর কথায়, 'মহামারির পর এত বড় আলোচনা সভা দুই দেশের মধ্যে হয়নি।' পরে অবশ্য অন্য চীনা কূটনীতিকেরা জানালেন, পূর্ব লাদাখ সীমান্তে ২০২০ সালের সংঘর্ষের পর এত বড় সভা হয়নি। কিন্তু অপ্রিয় শব্দ ব্যবহার করবেন না বলে 'সীমান্তে'র পরিবর্তে 'মহামারি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ওয়েই। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে দুই দেশের নাগরিক সমাজের এত বড় বৈঠক হয়নি।

শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের প্রধান অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করলেন সে কথা। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের চীন সফরের ১০০ বছর (১৯২৪-২০২৫) উপলক্ষে গত বছর যখন অনুষ্ঠান শুরু করি, তখন চীনের স্কলারদের আনতে পারিনি। এরপর দুজন পণ্ডিত এলেন গত সেপ্টেম্বরে, তারপর অক্টোবরে সাতজন। এখন ১১ জন। ফলে নিশ্চিতভাবেই যোগাযোগ বাড়ছে।'

দুই দেশের মধ্যে একটি 'ট্র্যাক টু'ও হয়েছে মার্চের ২৫-২৬ তারিখে গুরুগ্রামের (গুরগাঁও) মানেসারে। কিন্তু সেই সভা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না, ছিল শীর্ষস্থানীয় সাবেক কূটনীতিবিদদের জন্য। শান্তিনিকেতনে ১-২ এপ্রিলের সভা ছিল সবার জন্য, অংশ নিয়েছিলেন গবেষক, অধ্যাপক, শিল্পী, শিক্ষক, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে কূটনীতিবিদেরা। আলোচনা চক্রের বিষয় অবশ্য সরাসরি চীন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে ছিল না। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ৪৯ দিনের চীন সফরে গিয়েছিলেন। নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, নানান মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। ফলে আলোচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে, তবে আবার শুধু তা নিয়েই নয়। চীন-ভারত সম্পর্ক ও তার ভবিষ্যৎ থেকে দুই দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সমাজে এর প্রভাব, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কৃত্রিম মেধা নির্দেশিত সংকট, চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর চীন ভ্রমণ, চীন গবেষণার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছাত্র ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য (১৯৫৪-৫৬) প্রবোধ বাগচীর ভূমিকা থেকে বিশ্বের দুই সবচেয়ে জনবহুল দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভবিষ্যৎ—সবই ছিল আলোচনার টেবিলে।

অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই সম্মেলন থেকে নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে দুই দেশের সরকারও চাইছে, দুই দেশের মধ্যে আদান-প্রদান বাড়ুক, না হলে চীনের নানা প্রান্ত থেকে আটটি প্রদেশের অধ্যাপক ও গবেষকদের এই দল আনা যেত না। গত পাঁচ বছর চীনের ব্যবসায়ী, গবেষক বা অন্য পেশার মানুষ ভারতে আসার ভিসা পাচ্ছিলেন না, এবার পেলেন।' তবে এবারও যে ভিসা পেতে তাঁদের সমস্যা হয়েছে, সমাপ্তি ভাষণে সে কথা বললেন একসময়ের ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ও উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানির সহযোগী এবং সম্মেলনের অতিথি সুধীন্দ্র কুলকার্নি। তিনি প্রশ্ন করেন, 'এটা কেন হবে? বিশেষত ভারত যখন নিজেকে বিশ্বের অন্যতম অতিথিপরায়ণ দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়।' তবে এক চীনা কূটনীতিকের ভাষায়, 'এত জন যে আসতে পেরেছেন সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নে সেটা একটা বড় ব্যাপার।'

সম্পর্ক ভালোর দিকে

চীন-ভারত সম্পর্ক খুবই চমকপ্রদ, আবার জটিলও। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই সম্পর্কে এমন অনেক কিছু ভেতরে-ভেতরে হয়, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যেমন ২০২০ সালে যখন দুই দেশের সংঘর্ষ হলো, তখন মনে হয়েছিল ১৯৬২ সালে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, সে সময়ের মতোই সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হবে। 'কিন্তু তা হয়নি' বললেন ভারতের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত টি সি এ রাঙ্গাচারী। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ হলেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। সম্পর্ক একটা ভিন্ন রূপ নিয়েছে। যেমন সীমান্ত আলোচনাও শুরু হয়েছে। পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর গত ডিসেম্বরে সীমান্ত আলোচনা আবার শুরু হয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিভিন্ন স্তরে দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক স্তরে আলোচনা বন্ধ ছিল। লাদাখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই এই আলোচনা শুরু হয়েছিল বলে ২০২২ সালের মার্চ মাসে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছিলেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং তিনি দুই বছর ধরে অর্থাৎ ২০২০ সালে সংঘর্ষের পরই কথাবার্তা বলছেন। জয়শঙ্কর বলেন, 'আমরা ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মস্কোতে দেখা করেছি, তারপর আবার দুশানবেতে এ সময়ে আমাদের টেলিফোনে কথা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তার প্রধান বিষয় ছিল সীমান্ত পরিস্থিতি। বৈঠকের ফলে সীমান্ত সম্পর্কের উন্নতিতে অনেকটাই কাজ হয়েছে। তবে কাজকে জমিতে বাস্তবায়ন করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ।'

কী নিয়ে আলোচনা হলো সম্মেলনে

চীন-ভারত সম্পর্কের অতীত নিয়ে বলতে গিয়ে ভারতের অন্যতম প্রধান চীন বিশেষজ্ঞ এবং দিল্লির ইনস্টিটিউট অব চায়নিজ স্টাডিজের ফেলো শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, ভারত চীনের সম্পর্কে অবনতির প্রধান কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। ব্রিটিশদের চীনকে শোষণ করার মুখপাত্রী ছিল ভারতীয়। এই ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই তাই দুই গভীর সভ্যতার মধ্যে মানুষে-মানুষে সম্পর্কে চিড় ধরে। পরবর্তী সময়ে দুই দেশে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, সেটা সম্পর্কের ফাটলকে আরও গভীরে নিয়ে যায়।

শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে একটা "ট্রাস্ট ডেফিসিট" বা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এখন এটা মাথায় রাখতে হবে যে জাতিরাষ্ট্র নিয়ে আমাদের চলতে হবে। কিন্তু শিখতে হবে কীভাবে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে পারি।' এ ক্ষেত্রে প্রচারমাধ্যমের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে ভারতের প্রচারমাধ্যমে একধরনের ভয়ের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, যা দুই দেশের সম্পর্কের জন্য একেবারেই ভালো নয়। অন্যদিকে চীনেও ভারতের উত্তর-পূর্ব ভারতবিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে সন্দেহ ও উদ্বেগ রয়েছে।

এই সন্দেহ ও উদ্বেগের একটা বড় দিক হলো দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা। ভারত ও চীনের মধ্যে ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্যঘাটতিও ক্রমেই বাড়ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারত সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে চীনের সঙ্গে। কিন্তু ভারত চীনে যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করেছে, চীন তার থেকে সাড়ে ছয় গুণ বেশি পণ্য সরবরাহ করেছে ভারতে। বাণিজ্যঘাটতির পরিমাণ ৮৫ বিলিয়ন ডলারের সামান্য ওপরে। এটা কেন হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভারতের বিশিষ্ট চীন পর্যবেক্ষক এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি আর দীপক বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদনকেন্দ্র চীন। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ সেখানে হয়। স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্য দেশে বেশি পণ্য পাঠায় এবং এ কারণেই বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যঘাটতি রয়েছে। ভারতও এর মধ্যে পড়ে।' অর্থাৎ বাণিজ্যঘাটতি মেটাতে গেলে ভারতকে তার উৎপাদনক্ষমতা চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়াতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ।

দ্বিতীয়ত, দুই দেশের মধ্যে পারস্পরের প্রতি বিশ্বাসেরও ঘাটতি রয়েছে, যে কারণে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য মার খাচ্ছে বলেও মনে করেন অধ্যাপক দীপক। তাঁর মতে, 'পরস্পরের প্রতি সন্দেহ থাকার কারণে চীন থেকে যে পরিমাণ অর্থ ভারতে লগ্নি হওয়া প্রয়োজন, তা হচ্ছে না। আর এ ছাড়া চীনের বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, চীনের এমন কিছু করা উচিত নয়, যার ফলে ভারতের উৎপাদনক্ষমতা রাতারাতি বেড়ে যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে চীনের নতুন প্রতিযোগী তৈরি হবে।' এ ভুলটা পশ্চিমের দেশগুলো করেছে। আমেরিকাসহ পশ্চিমের অন্যান্য দেশ চীন থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে নানান পণ্য আমদানি করেছে, ফলে চীনের উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে গেছে। তারাও চীনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এখন শুল্ক বাড়িয়ে যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।' দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের অ্যানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ঝ্যাং ওয়েই অন্য একটি কারণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা যখন এখানে আসার জন্য ভিসার চেষ্টা করছিলাম, তখন কিছু চীনা ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল, যাঁরা ভারতে আসতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁরা বলছিলেন যে ব্যবসা করতে ভারতে আসার ভিসা পাওয়া যায় না।' ভারতে চীনা বিনিয়োগ না আসার এবং উৎপাদন না বাড়ার এটা একটা কারণ বলে মনে করেন ঝ্যাং। চীনের বক্তারা অবশ্য রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সমস্যা বা অবিশ্বাসের প্রশ্নটিকে সার্বিকভাবে এড়িয়ে জোর দেন ইতিহাসগত সম্পর্কের ওপর। চীনা গবেষকদের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ানো, চীনের ইতিহাস চর্চায় সে দেশে ও ভারতে ভারতীয়দের ভূমিকা, তাও তে চিং বা ধর্মীয় তাওবাদের অনুবাদ এবং ভারতে তার প্রসার, চীনে রবীন্দ্রচর্চা, ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দক্ষিণ চীনের গুয়াংজুতে পদার্পণ অবস্থান ও জ্ঞানচর্চা থেকে চীনের ট্যান পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। বিশ শতকের চীনা পণ্ডিত ট্যান ইয়ুন-শ্যানের সঙ্গে সখ্য রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণের অন্যতম কারণ। ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে চীনা ভবন স্থাপনেও বড় ভূমিকা ছিল ট্যানের।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও ভবিষ্যৎ

চীন-ভারত কাছাকাছি আসার প্রক্রিয়াও সম্ভবত শুরু হয়ে গেল চীনা ভবনের সভার মধ্য দিয়েই। গত এক সপ্তাহে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত এবং চীনের ওপর যে শুল্ক চাপিয়েছেন, তার জেরেই আগামী দিনে দুই দেশ আরও কাছাকাছি চলে আসবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। এমনটাই বলছে বিভিন্ন দেশের প্রচারমাধ্যমও। ৮ এপ্রিল দিল্লির চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, 'পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতেই ভারত ও চীনের অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক এগোবে।' এরপর মুখপাত্র ইউ জিং যোগ করেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক অপব্যবহারের নীতি বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রাস্তা নিয়েছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের বৃহত্তম উন্নয়নশীল দেশগুলোর (তার অঞ্চলে) একসঙ্গে দাঁড়ানো প্রয়োজন। চীন-ভারত কাছাকাছি আসা তাই হয়তো সময়ের অপেক্ষা।' ভারত ও চীনের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি। দুই বৃহৎ দেশের ভবিষ্যৎ বন্ধুত্বের রাস্তায় হাঁটবে কি না, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মন্তব্য করেননি দুই দেশের পর্যবেক্ষকেরা। আমেরিকার শুল্কনীতিও সম্মেলন চলাকালীন ঘোষিত হয়নি, ফলে তা নিয়ে কথা বলার অবকাশ ছিল না।

তবে ভারতের তরফে দু-একজন চীন বিশেষজ্ঞ যেমন শিব নাদর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জবিন জেকব কয়েকটি অনিশ্চয়তার কথা বলেন। জেকব বলেন, 'সীমান্ত সমস্যার পাশাপাশি ভিসা দেওয়া নেওয়ার অনিশ্চয়তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রায় কোনো কাজই হয় না দুই দেশের মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বিষয়টি মাথায় রেখে। এটাও খুবই প্রয়োজন। তবে এরপরও পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ লাদাখ সংঘর্ষের আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।' এই প্রতিবেদককে এক সাক্ষাৎকারে রঙ্গচারী বলেন, 'সে সময় দুই দেশ একসঙ্গে নানান পরিকল্পনা করছিল, তা করা যাবে কি না বা কবে করা যাবে, সেটা একটা প্রশ্ন। একেবারে শীর্ষস্তরে বারবার বৈঠক হচ্ছিল। চীনের রাষ্ট্রপতি ভারতের মহাবলিপুরমে এসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী (দক্ষিণ চীনের) সিয়ামেনে গিয়েছিলেন। সে সময়ও সীমান্ত একেবারে শান্ত ছিল তা নয়, কিন্তু আলোচনা ইতিবাচক ছিল। একটা বিরতির পর এখন আবার কথাবার্তা শুরু হলো। দেখা যাক কী হয়।' কিছুটা একই কথা বলেন সুধীন্দ্র কুলকার্নি। আরও বেশি করে কথাবার্তা বলা দরকার, যোগাযোগ বাড়ানো দরকার। এর মধ্যে দিয়েই দুই দেশ পরস্পরকে বুঝবে। সহযোগিতার একটা বাতাবরণও তৈরি হবে। সেই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি সম্ভবত গত সপ্তাহে নিল শান্তিনিকেতনের চীনা ভবন; রবীন্দ্রনাথের চীন সফরের ১০০ বছরকে কেন্দ্র করে; ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি ঘোষণার দিন সাতেক আগে।

সৌজন্যে: প্র. আ.

ইন্দোনেশিয়া: মুসলিম বিশ্বের নিঃশব্দ নেতৃত্ব

আলি মোস্তাফা

বিশ্বসভায় আজ নেতৃত্ব শব্দটির দীপ্তি যেন বহু ক্ষেত্রে কুয়াশায় ঢাকা। শব্দটি উচ্চারিত হয়, তবে তা প্রায়শই জনসংযোগের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, নৈতিকতার প্রতিফলন নয়। বিশেষত মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে, যেখানে একসময় নেতৃত্বের আসনে বসেছিল যে অঞ্চলগুলো, আজ তারা বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় বন্দি। আর সেই প্রেক্ষাপটেই উদ্ভাসিত এক ব্যতিক্রম, ইন্দোনেশিয়া। কোনো দামামা বাজানো ছাড়াই, কোনো আন্তর্জাতিক প্রচারযন্ত্রে নিজেদের চাকা না পিটিয়েও, এই রাষ্ট্রটি আজ সত্যিকার নেতৃত্বের এক নিঃশব্দ দীপ্তি।

ইন্দোনেশিয়া, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। জনসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটিরও বেশি, যার ৮৭% মুসলমান। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই তারা নিজেদের কূটনৈতিক অবস্থান গঠন করেছে একটি নিরপেক্ষ, মানবিক, এবং ন্যায়ভিত্তিক কাঠামোয়। তাদের সংবিধানেই লেখা—"বৈদেশিক দখল বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী"। ফলে ইজরায়েলকে আজও স্বীকৃতি দেয়নি তারা। আব্রাহাম অ্যাকর্ডের প্রভাবশালী কিছু দেশ স্বীকৃতির দিকে এগিয়ে গেছে, তখন ইন্দোনেশিয়া পরিষ্কার বলেছে—"ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ছাড়া ইজরায়েলকে কোনো স্বীকৃতি নয়।"

২০২৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেস্নো মারসুদি জাতিসংঘে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "আমরা শান্তিকে সমর্থন করি, তবে তা ন্যায়ভিত্তিক হতে হবে। দুই রাষ্ট্র সমাধানই টেকসই শান্তির একমাত্র পথ।" সেই বছর গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া ব্যাপক প্রতিবাদ করেছে। রাজধানী জাকার্তায় কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশে তারা এক কণ্ঠে বলেছে—"ফিলিস্তিন শুধু মুসলিমদের ইস্যু নয়, এটি মানবতার ইস্যু।"

সামরিক খাতে ইন্দোনেশিয়ার কৌশল নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শিতার এক অনন্য উদাহরণ। পশ্চিমা রাষ্ট্র, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে তারা অস্ত্র কেনে বটে, তবে কখনোই ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতায় যায়নি। বরং ২০১৭ সালে যখন ইজরায়েল সিঙ্গাপুরে একটি আঞ্চলিক মহড়া আয়োজন করে, তখন ইন্দোনেশিয়া প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে বৃহত্তম সামরিক মহড়া 'সুপার গারুডা শিল্ড' অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও ইন্দোনেশিয়া স্পষ্ট করে দেয়, কোনো ইসরায়েলি অংশগ্রহণ গ্রহণযোগ্য নয়। তারা দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স ও নিজেদের দেশীয় প্রতিরক্ষা খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এক বিকল্প কৌশল রচনা করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার মানবিক ভূমিকা এক নিঃশব্দ বিপ্লবের মতো। মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া সত্যিই এক ব্যতিক্রম। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সংকট যখন তুঙ্গে, তখন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বাংলাদেশ সফর করে নিজ হাতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জন্য মেডিকেল ও খাদ্যসাহায্য পাঠান। ২০১৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো, "Peace without justice is illusion"—এই বার্তা নিয়েই সরাসরি মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির সঙ্গে বৈঠক করেন রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের দাবি নিয়ে, যেখানে তখন অনেক মুসলিম রাষ্ট্র কূটনৈতিক নীরবতা অবলম্বন করেছিল। বর্তমানে কক্সবাজারে তাদের মেডিকেল সেন্টার প্রতিদিন গড়ে ২৫০-৩০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে সেবা দিচ্ছে।

আফগানিস্তানেও ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক কৌশল ছিল ব্যতিক্রম। তালেবানের নারীনীতির প্রতিবাদে সরাসরি বিবৃতি না দিয়ে, তারা ২০২১ সালে এক বিশেষ ইসলামি সম্মেলন আয়োজন করে যেখানে ৩০টিরও বেশি মুসলিম দেশের আলেমরা অংশ নেন এবং নারীশিক্ষার পক্ষে ফতোয়া জারি করেন। এই কৌশল তালেবানের সাথে অযাচিত সংঘাত এড়িয়ে, নীতির পক্ষে কার্যকর চাপ তৈরি করে।

চীনের উইঘুর মুসলিমদের প্রসঙ্গেও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক সমাজ ও ইসলামী সংগঠনগুলো সোচ্চার থেকেছে। সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি প্রতিবাদ না এলেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উইঘুর ইস্যুতে সম্পাদকীয় ছাপানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হয়েছে "#SaveUyghur" ক্যাম্পেইন। এখানেই বোঝা যায়, কৌশলগত নীরবতা কখনো কখনো কণ্ঠরোধ নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সৃষ্টির কৌশল। রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায় কৌশলগত কারণে নীরব ছিল, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ২০টির বেশি মুসলিম সংগঠন ২০২০ সালে চীন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া আজ এক সক্রিয় অংশীদার। ইন্দোনেশিয়া ওআইসি (Islamic Cooperation Organization), ন্যাম (Non-Aligned Movement), জি-২০-এর সক্রিয় সদস্য। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তোলে, তখন ইন্দোনেশিয়া প্রথম দিকেই সমর্থন জানায় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মামলার সাথে যুক্ত হয়। জাতিসংঘে গাজার যুদ্ধবিরতির পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করা, ওআইসি প্ল্যাটফর্মে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতির আহ্বান, এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা—সব ক্ষেত্রেই ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান ছিল স্পষ্ট ও সুসংহত।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপটি এসেছে এবছরের এপ্রিল মাসে। ইন্দোনেশিয়া সরকার ঘোষণা দিয়েছে, তারা গাজা থেকে ১,০০০ ফিলিস্তিনি আহত শিশু ও তাদের পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিচ্ছে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের মানবিক আশ্রয় দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট উইদোদো বলেন, "আমরা কোনো রাজনৈতিক লাভের আশায় নয়, বরং মানবতার দাবিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" এই পদক্ষেপটি শুধু ইন্দোনেশিয়ার নয়, পুরো মুসলিম বিশ্বের এক নীরব চেতনার জাগরণ—যেখানে কোনো রাষ্ট্র পশ্চিমা চাপ বা অর্থনৈতিক প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নিজের নীতির ওপর অটল থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আজ যখন নেতৃত্বের মানদণ্ড মুছে যাচ্ছে গ্ল্যামার, অস্ত্র কিংবা মিডিয়া দখলের আড়ালে, তখন ইন্দোনেশিয়া আমাদের শেখাচ্ছে—নেতৃত্ব মানে শক্তির প্রদর্শন নয়; নেতৃত্ব মানে নীতির দৃঢ়তা, ন্যায়ের পক্ষে অবিচলতা এবং মানবতার প্রতি প্রতিশ্রুতি। আজ মুসলিম বিশ্ব যে সংকটের মুখোমুখি, তা কেবল অর্থনৈতিক বা সামরিক নয়—নেতৃত্বের সংকট। ব্যক্তিস্বার্থ, রাজতান্ত্রিক শাসন, কিংবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক দাসত্ব এই জগতে নতুন নয়। কিন্তু ন্যায়ের পতাকা নিয়ে যাত্রা করার সাহস? আজ তা দুর্লভ।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর কিংবা পাকিস্তান—প্রত্যেকেরই স্বার্থ-নির্ভর কূটনীতি আজ ভেঙে পড়ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের স্বপ্ন। ঠিক তখন, ইন্দোনেশিয়া তাদের নিরব অথচ দৃপ্ত নেতৃত্বের ধারা অব্যাহত রেখেছে। তাদের কূটনীতির ভাষা স্লোগানের নয়, বিবেকের; তাদের সামরিক নীতির মূল সুর আধিপত্যের নয়, আত্মমর্যাদার; তাদের মানবিক সহায়তার দর্শন স্বার্থের নয়, ন্যায়ের। ইন্দোনেশিয়ার এই নিঃশব্দ, অথচ দৃঢ় পদচারণা এক নতুন পথরেখা—মুসলিম বিশ্বের জন্য, আর সম্ভবত সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্যও।

প্রথম নজর

আলমগঞ্জে নবনির্মিত পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা বর্ধমান শহরের আলমগঞ্জ এলাকার পুরনো পুলিশ ফাঁড়িকে নতুনভাবে নির্মাণ করে আজ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো। দীর্ঘ ৮-১০ বছর ধরে ফাঁড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। অবশেষে জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তা আবারও কার্যকরী রূপে ফিরল।এদিন নবনির্মিত ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস এবং বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান থানার অফিসার-ইন-চার্জ (আইসি) সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও স্থানীয় মানুষজন। পুরনো ভবনটি ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এই ফাঁড়ি। এর ফলে আলমগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি নজরদারির অভাব অনুভূত হচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই ফাঁড়িকে পুনরায় চালু করার জন্য। অবশেষে প্রশাসনের সদিচ্ছা ও পুলিশ বিভাগের সক্রিয় উদ্যোগে ফাঁড়িটি নতুন রূপে গড়ে উঠল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, “এই ফাঁড়ির পুনঃচালনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।”

ঈসালে সওয়াবে মিষ্টি বিতরণ, জলছত্রর ব্যবস্থা

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ এর নির্দেশে এবং পাতরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার মধ্যে পাতরা গ্রামে ঐতিহাসিক দুই দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (জলসা) প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শেষ দিনেও মিষ্টি বিতরণ, ছোলা ও সঙ্গে জল ছত্রের আয়োজন করা হয়। সূত্রে জানা যায় এই ঐতিহাসিক ঈসালে সাওয়াব ধর্মীয় উৎসবে প্রায় শতাধিক এর অধিক স্বেচ্ছা সেবকদের আক্রান্ত পরিশ্রমে পরিচালিত হয়। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মিষ্টি ও জলছত্রের আয়োজনগুলি শুধুমাত্র একটি খাদ্য উৎসব নয়, এটি একটি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব যা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আনন্দ ও উদ্দীপনা তৈরি করে। এই ঐতিহাসিক ধর্মীয় উৎসব ১৪ইএপ্রিল থেকে শুরু হয়, ১৫ইএপ্রিল অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে মঙ্গল বার শেষ হয়।

রামপুরহাটে ১ লা বৈশাখ উদযাপন তৃণমূলের

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে আজ পহেলা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও নববর্ষের উৎসব সম্মিলিতভাবে পালিত হল সারা রাজ্য জুড়ে। একই রকম ভাবে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় রামপুরহাট কামারপট্টি মোড়ে রামপুরহাট তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রামপুরহাটের পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত প্রমুখ।। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্য সংগীত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান এবং সমাপ্তি হয় জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে অনুষ্ঠানের মাধুর্য ও নববর্ষকে বরণ করে নেয়া হয় আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে।

নববর্ষের প্রথম দিন উদ্ধারকৃত ফোন প্রাপ্তি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানান। এরপর তদন্তে নামে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়।

দুটি ওয়ার্ডে নববর্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা পৌরসভার মেয়র পারিষদ সদস্য, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি ও উত্তর কলকাতা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি স্বপন সমাদ্দার উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রা ৩০ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার প্রধান অতিথিও ছিলেন স্বপন সমাদ্দার ।
উপস্থিত ছিলেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস। শোভাযাত্রা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষ কে সুভেচ্ছা জানান স্বপন সমাদ্দার। পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস এলাকা বাসিন্দাদের মিষ্টি মুখ করিয়ে নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। এই শোভাযাত্রা এলাকার মানুষকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেছে ।

ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে শীর্ষ কোর্টে মামলা ‘ইউজিসি’র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কার্যকর হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন ২০২৫-এর বিরুদ্ধে সরব হল ইউনাইটেড গার্জেন কাউন্সিল (ইউ.জি.সি) । সংগঠনের দাবি, এই আইন ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিপন্থী। তাঁরা জানিয়েছেন, এই আইনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের দীর্ঘদিনের সাংবিধানিক অধিকার ও ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষা কাঠামো বিপন্ন হয়ে পড়েছে । তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আইন বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইউ. জি.সি-র সাধারণ সম্পাদক পাশারুল আলম বলেন, “এই আইন মুসলিম সমাজের স্বার্থবিরোধী এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে। এটি সম্পূর্ণ একটি কালাকানুন। ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা খর্ব করে এই আইন কার্যকর হলে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।” তিনি আরও বলেন, এই লড়াই কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে। তিনি বলেন, সংবিধানের ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে স্বাধিকারভুক্ত ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইন এই অধিকার সীমিত করতে পারে–এমন আশঙ্কা থেকেই আইনি ও সামাজিক প্রতিবাদ দানা বেঁধেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু আইনি পথে নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেও এই ‘কালা আইন’-এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ গড়ে তুলবে । অচিরেই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত করা হবে এবং কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়েছে । ইউ.জি.সি-র সভাপতি ডঃ নুরুল ইসলাম বলেন, “এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ এবং সংবিধানিক ধারার মধ্য দিয়েই পরিচালিত হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সব ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে একত্রিত করে, দলিত, আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণিকে যুক্ত করে বৃহত্তর গণআন্দোলনের সূচনা করা।” তিনি জানান, আগামী ১৮ ও ১৯ এপ্রিল কলকাতায় একটি ‘চিন্তন শিবির’-এর আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ করা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়াকফ আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়েছে এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলোর স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আইন সংবিধানের ২৫ ও ২৬ ধারায় প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির ওপর এই ধরনের হস্তক্ষেপ শুধু সংবিধান বিরোধীই নয়, বরং সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষেও হুমকি। এই প্রেক্ষিতে ইউনাইটেড গার্জেন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সচেতন করা এবং আইনগত ও গণতান্ত্রিক পথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে ।

বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূলের কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ১ লা বৈশাখ শুভ নববর্ষ-১৪৩২ । যদিও বর্ষবরণ হিসেবে ইংরেজি সালটাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বাংলা নববর্ষ হালখাতা হিসেবে সীমাবদ্ধ। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করার মধ্য দিয়ে এবারের বাংলা নববর্ষ অন্যমাত্রা যোগ করেছে। তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্যজুড়ে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় ১ লা বৈশাখ নববর্ষ দিনটি। জেলার অন্যান্য প্রান্তের ন্যায় খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দশটি অঞ্চলেই বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে।নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের সগড়ভাঙ্গা গ্রামে কচিকাঁচাদের নিয়ে নাচ, গান আবৃত্তি সহকারে পালিত হয়। উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের হাতে উপহার হিসেবে সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল ব্লক কোর কমিটির সদস্য কাঞ্চন কুমার দে। বড়রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল ব্লক কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী, বড়রা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সেখ জয়নাল, ব্লক নেত্রী কেনিজ রাসেদ প্রমুখ।
খয়রাশোল অঞ্চল তৃনমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খয়রাসোল বাসষ্ট্যান্ডে মনীষিদের প্রতিচ্ছবিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন পরবর্তীতে পথচলতি মানুষজন,টো টো,অটোযাত্রী,বাসযাত্রীদের মধ্যেও ছোলা,আমপানা,ওরেঞ্জ জুস,দই শরবত,রঙীন শরবত,লাড্ডু,গুড় বাতাসা,দিয়ে তৃষ্ণার্ত মানুষদের তৃষ্ণা নিবারণ করানো হয়।শুভ পয়লা বৈশাখের দিনে এধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান পথচলতি মানুষেরা। এখানে উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি সত্তম গোপ,চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মন্ডল,খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তারাপদ দাস প্রমুখ। অনুরূপ বাবুইজোড়, হজরতপুর,লোকপুর সহ প্রতিটি অঞ্চল থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১ লা বৈশাখ শুভ নববর্ষ পালিত হয় নানান কর্মসূচির মাধ্যমে বলে জানা গেছে।

সুন্দরবনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পালিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পহেলা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে আগেই ঘোষণা করেছিলেন জেলা জুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও নববর্ষ পালন। ১৪৩১ কে বিদায় জানিয়ে ১৪৩২ কে স্বাগত জানিয়ে সীমান্ত থেকে সুন্দরবন সর্বত্রই নববর্ষের আনন্দে মেতে উঠেছেন বসিরহাটবাসী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহা ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। উত্তর ২৪ পরগনার জেলার। বসিরহাট মহাকুমার আটটি বিধানসভার দশটি ব্লকে পহেলা নববর্ষ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত হচ্ছে, রক্তদান বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটাকে পালন করছে সেই ছবি দেখা গেল বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভায় বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ৯,নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় সূর্যকান্ত সংলগ্ন ব্যায়ামপিট মাঠ সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
অন্যদিকে পৌরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপিত করেন। পাশাপাশি সন্দেশখালীর খুলনা অঞ্চলে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সত্য জ্যোতি সান্যাল হাটগাজী হাই স্কুল মাঠে সেখানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে মঞ্চে তৃণমূলের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতাদের তুলে তাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি বিধায়ক সপ্তর্ষী বন্দোপাধ্যায় বলেন, নতুন বছরের শুভেচ্ছা সম্প্রীতি সাংস্কৃতিক প্রিয় স্থান বাংলা যেখানে সব ধর্মের মানুষ মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে আমরা একে অপরের মধ্যে নতুন বছরের শুভেচ্ছা আলিঙ্গন মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করছি অন্যদিকে বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা বন ও বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন উদ্যোগে বাদুড়িয়া দিলীপ স্কুল ময়দানে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সূচনা হয় নতুন বছরের । উপস্থিত ছিলেন বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য বনি সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বাদুড়িয়ার আপামর জনসাধারণ। এদিন কয়েকশো মহিলা তৃণমূল কর্মী রক্তদান করেন । তার সাথে সাথে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে অসুস্থ রোগী ও তার পরিবারবর্গের মধ্যে ফল ও ফুল প্রদান করে তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয় । সন্ধ্যায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে একটি প্রদর্শনীর ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লিটন জানান, বাদুড়িয়া বরাবরই সংস্কৃতি প্রিয় মানুষের বসবাস , এখানে একদিকে যেমন রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঠিক অন্যদিকে রয়েছে ভাতৃত্ববোধ , আমরা বাদুড়িয়ায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তারা সম্মিলিত হয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিলাম।

হাওড়ার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পুলিশের রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর হাওড়ার স্পর্শকাতর এলাকা গুলিতে শুরু হল পুলিশের রুট মার্চ। নামানো হয়েছে র‍্যাফ বাহিনী। হাওড়ার বাঁকড়া, অঙ্কুরহাটি ,শিবপুর এইসব এলাকাতে শুরু পুলিশের রুটম মার্চ। হাওড়া গ্রামীণ এলাকাতেও পুলিশের টহলদারি শুরু হয়েছে নববর্ষের দিন বিকেল থেকে। পুলিশের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স সোর্সকে হাওড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নববর্ষের দিন বিকেলে শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে সিআইএসএফ জওয়ানদের নিয়ে শুরু হয়েছে পুলিশের টহল। বিভিন্ন এলাকায় হাওড়া পুলিশ কমিশনারের সেন্ট্রাল জোনের পদস্থ আধিকারিকরা নজরদারি শুরু করেছে।
হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের সিপি প্রবীণ ত্রিপাঠি জানিয়েছেন হাওড়া এলাকায় শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তী উৎসব হাওড়ায় শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। এলাকায় শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্যই অতিরিক্ত বাহিনী দিয়ে রুটে মার্চ করানো হচ্ছে। কোন এলাকায় যাতে কোন বহিরাগতরাপ্রবেশ না করে বা দুষ্কৃতীরা গোলমাল পাকাতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কোন গুজবের কারণে যাতে অশান্তি না ছাড়ায় সেদিকেও নজর রয়েছে প্রশাসনের। ওয়াকাফ নয়া আইন বাতিলের দাবিতে কয়েক দিন ধরে মুর্শিদাবাদ জেলা অশান্ত ছিল। সোমবার বাংলা বছরের শেষ দিনে ভাঙড় অশান্ত হয়ে ওঠে। একাধিক পুলিশের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক পুলিশ কর্মীরা সেখানে আহত। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। তাই মুর্শিদাবাদ এবং ভাঙড় থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই ঘটনার যাতে কোন পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যই নবান্ন সংলগ্ন হাওড়া জেলায় একাধিক পয়েন্টে নববর্ষের দিন থেকে শুরু হল পুলিশের রুট মার্চ।

রাজনৈতিক কারবারিরা সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চাইছে: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: রাজনৈতিক কারবারিরা মানুষের সম্প্রীতির ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চাইছে। ভোটের জন্য হিন্দু মুসলমানকে ওরা তো আজ করবে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের শ্রীরামপুরে এক রক্তদান শিবির উপলক্ষে আয়োজিত সভায় একথা বলেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এই রক্তদান শিবির আর জি কর মেডিকেল কলেজে নির্যাতিতা ডাক্তার চিকিৎসক তিলোত্তমার স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়। নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, তিলোত্তমাকে ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অন্যায়, অনাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি খুন ও ধর্ষিত হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শাসক দলের মিলিত যোগসাজসে এই নির্যাতিতা এখনও সুবিচার পাননি। যতদিন সুবিচার পাওয়া যাবে না, ততদিন আমরা রাস্তায় নেমে বিচার চাইবো। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বলছে তারাও এই খুনের বিচার চাই। যদি তাই হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার প্রায় দুই ডজন উকিল নিয়োগ করল কেন এই মামলার বিরুদ্ধে? রাজনৈতিক চাপেই তদন্তের গতি এত শ্লথ হয়ে গেছে। তিনি বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, শুধু হিন্দু মুসলমান তাস না খেলে তিলোত্তমার সুবিচারের জন্য পথে নামুন। আইএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন কোন ধর্মীয় আন্দোলন নয়। এটিতে মানুষের আর্থ সামাজিক বিষয় জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় করার আহ্বান জানান তিনি।
তিনি এদিন আরো বলেন, এসএসসি সংক্রান্ত মামলার রায়ে আইএসএফ যোগ্য শিক্ষকদের পাশে রয়েছে। রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়েছেন ৮০ জন মানুষ।

নওদায় সম্প্রীতির বার্তা

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: নওদায় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুভ নববর্ষে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা, সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে মিছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের উদ্যোগে এক ঐক্যবদ্ধ মিছিল অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের নওদার আমতলা সাকোয়া পেট্রোল পাম্প থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি আমতলা নিমতলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়।
এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, যার মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা দেওয়া হয়। মিছিল শেষে আমতলা নিমতলা মোড়ে পথসভার আয়োজন করা হয় ।
এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান, নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রভাত ফেরি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাংলা নতুন বছর কে স্বাগতম জানালেন বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরির মধ্য দিয়ে।মঙ্গলবার সকালে বাংলা নববর্ষ পালন করে ইংরেজবাজার পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে পালন করা হয় বাংলা নববর্ষ। ওয়ার্ডের সিঙ্গাতলা এলাকা থেকে শুরু হয় এক প্রভাত ফেরী। এই প্রভাত ফেরীতে পা মেলান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুমিতা ব্যানার্জি, প্রাক্তন কাউন্সিলর রমাপ্রসাদ ব্যানার্জি সহ অন্যান্য ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা। এর পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন স্তরের শিল্পী, মহিলা ঢাকি সহ বিভিন্ন বাদ্য শিল্পীরা অংশ নিয়ে ছিলেন প্রভাত ফেরীতে।ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে প্রভাত ফেরী শেষ হয় সিঙ্গাতলা এলাকায়। সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুমিতা ব্যানার্জি। মহিলারা শোভাযাত্রায় নতুন বছরকে বরণ করে।

বিধায়কের উদ্যোগে বাংলা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: নওদা বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও নববর্ষ উদযাপন, কেক কেটে প্রার্থনা করলেন বিধায়ক সাহীনা মমতাজ খান। নওদা বিধানসভার বিধায়ক সাহীনা মমতাজ খানের উদ্যোগে তাঁর নিজ বাসভবনের সামনেই অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন ও ১লা বৈশাখের শুভারম্ভ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার নেতৃত্ব – ব্লক নেতৃত্ব, অঞ্চল নেতৃত্ব, অঞ্চল কমিটি, ব্লক কমিটি এবং এলাকার মেম্বারগণ।

ভাঙড় নবদিগন্ত ফাউন্ডেশনের রক্তদান শিবির

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন:দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় নবদিগন্ত ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং লাইফ কেয়ার ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মাধবপুর বাজারে। রবিবার (১৩ এপ্রিল ২০২৫) অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় নব দিগন্ত ফাউন্ডেশনের সদস্য ছাড়াও এলাকার বিশিষ্টরা।
এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ভাঙড় নবদিগন্ত ফাউন্ডেশনের সভাপতি শিক্ষক মইদুর রহমান, সম্পাদক অধ্যাপক বিদ্যুৎ মন্ডল, সহ সভাপতি শিক্ষক সাইফুদ্দিন মোল্লা, বিশেষ সদস্য শিক্ষক দীপঙ্কর ঘোষ, সদস্য মন্টু অধিকারী, সদস্য কনক বিশ্বাস। এছাড়াও অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক খলিলুর রহমান, চন্দন মুন্সি, প্রতিবেদক প্রমুখ। এদিন কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক মইদুর রহমান, শিক্ষক কনক বিশ্বাস এবং অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া তানবীর হাবিব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজিতা ব্যানার্জি।

আনন্দ সংবাদ   বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম   আনন্দ সংবাদ

দানবীর কুরানীয়া মডেল মাদ্রাসা

ভর্তি চলছে

আবাসিক বালক বিভাগ

নাজেরা • হিফজ

আসন সংখ্যা সীমিত

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ ইলমি শিক্ষক দ্বারা পাঠদান
- বিশুদ্ধ হরফ উচ্চারণের প্রতি গুরুত্বারোপ।
- ইয়াদ মজবুত করার লক্ষ্যে দৈনিক প্রশ্নোত্তর।
- আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ গড়ে তোলা।
- আমল আখলাকের প্রতি বিশেষ নজরদারি।
- আরবি সহ বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব।
- দুর্বল ও অমনযোগী ছাত্রদের বিশেষ ব্যবস্থায় মনযোগী করে তোলা
- স্বাস্থ্য-সম্মত খাবার এবং সুন্দর-মনোরম পরিবেশ।
- হামদ-নাত ও ইসলামিক সঙ্গীত চর্চা করানো হবে।
- ক্যাম্পাসটি সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- আদর স্নেহের সঙ্গে ছাত্রদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।
- মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা।

মেধাবি, গরিব, এতিম ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

বাংলা, ইংরাজি, গণিত বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আপনার সন্তানকে আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ বানানোর জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন

বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন- ৭১১৩১২

যোগাযোগ ঃ- ৯১৪৩০৭৬৭০৮
৮৫১৩০২৭৪০১

পরিচালনায় ঃ দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY
Next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED
EASY AFFORDABLE HOMES

THE ECO PALACE

সুইমিং পুল

কমিউনিটি হল

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে ■ হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ ■ TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

10 TOWERS

220+FLATS

2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

Loan Facility available

*RERA Applied

CONTACT US

8910055804 | 9007369234 | 8910306750 | 9830405211

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

গোল করে বাবার মতো উদ্‌যাপন রোনালদো জুনিয়রের

আপনজন ডেস্ক: বয়স ৪০ পেরিয়েও অমলিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এখনো বল পায়ে জাদু দেখিয়ে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। মাঠে নেমে ভাঙছেন একের পর এক রেকর্ড। রোনালদো অবশ্য যতই ছন্দ ও ফিটনেস ধরে রাখুন, বাস্তবতা হচ্ছে সময় ফুরিয়ে আসছে। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো চলে আসবে বিদায়ের ঘোষণাও। তবে রোনালদো যখনই বিদায় নিন, ফুটবল মঞ্চ খুব দ্রুত রোনালদোহীন হচ্ছে না। এরই মধ্যে রোনালদো জুনিয়রের আগমনী বার্তা শুনতে শুরু করেছে ফুটবল বিশ্ব। বিভিন্ন সময় নিজের মেধার কারণে আলোচনায় আসা খুদে রোনালদো নতুন করে আবার আলোচনায়।
এবার রোনালদো-পুত্রের আলোচনায় কারণ গোল করে বাবার মতো উদ্‌যাপন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রোনালদো জুনিয়রের গোলের ভিডিও সামনে আসার পর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।
সম্প্রতি আল আহলির বিপক্ষে আল নাসর অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ৩-১ গোলের জয়ে রোনালদো জুনিয়র গোল করেছে। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে শুধু গোলই করেনি জুনিয়র, গোলটি বানানোতেও দারুণ ভূমিকা ছিল তার।
ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে দেখা যায়, বাঁ প্রান্তে প্রতিপক্ষ বক্সের কাছাকাছি জায়গায় সতীর্থের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে বক্সের ভেতর ঢুকে পড়ে রোনালদো জুনিয়র।
এরপর ফাঁকা জায়গায় বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ। গোলের পর মাঠের বাঁ প্রান্তে ছুটে গিয়ে বাবার মতো 'সিউ' উদ্‌যাপনও সেরে নেয় জুনিয়র, গায়ে তখন বাবার মতোই ৭ নম্বর জার্সি। উদ্‌যাপনে যোগ দেয় তার সতীর্থরাও।
আগামী জুনে ১৫তম জন্মদিন পালন করবে রোনালদো জুনিয়র। এর আগে ছেলের সঙ্গে খেলে অবসরে যাওয়ার ইচ্ছের কথা বলেছিলেন রোনালদো। দ্রুত আল নাসরের মূল দলে জায়গা করে নিয়ে জুনিয়র বাবার সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফিফায় নালিশ করতে পারে ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: বুয়েনস এইরেসে গত মার্চে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে আর্জেন্টিনা। সেদিন মাঠে আলভারেজ-ফার্নান্দেজদের কাছে ভিনিসিয়ুস-রাফিনিয়ারা অপদস্ত তো হয়েছেনই, মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে যাওয়া ব্রাজিল সমর্থকেরাও অপমানিত হন।
ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ম্যাচ চলাকালে আর্জেন্টাইনরা তাঁদের উদ্দেশ করে ঘৃণা ও বর্ণবাদী স্লোগান দিয়েছেন। সমর্থকদের দাবি আমলে নিয়ে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) বিরুদ্ধে ফিফায় অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।
ব্রাজিলিয়ানদের এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা দল।
টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেদিন ম্যাচের সময় ব্রাজিলিয়ান সমর্থকেরা স্টেডিয়ামে এক আর্জেন্টাইন সমর্থককে বানরের অনুকরণ করতে এবং নানা ধরনের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে দেখেছেন। এ ধরনের আচরণ ও অঙ্গভঙ্গির ভিডিও ফুটেজও ব্রাজিলিয়ানদের কাছে আছে।
সিবিএফের কর্মকর্তারা সেটির ওপর ভিত্তি করে ফিফার কাছে অভিযোগ করার কথা ভাবছেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা একাধিকবার স্টেডিয়ামে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে চড়াও পর্যন্ত হতে হয়েছে। এতে রক্তপাতের মতো ঘটনাও ঘটেছে। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (কনমেবল) এ ধরনের ঘটনায় অনেক দিন হলো কঠোর অবস্থানে রয়েছে। তবু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে রেষারেষি ঠেকানো যাচ্ছে না।
ফিফার কাছে সিবিএফ অভিযোগ জানালেই এএফএকে নতুন করে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। গত বছর নিজেদের মাঠে ইকুয়েডর ও উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের সময় আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা বৈষম্যমূলক স্লোগান দেওয়ায় এএফএকে শাস্তি দেয় ফিফার শৃঙ্খলা কমিটি।
শাস্তিস্বরূপ মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ধারণক্ষমতার ৭৫ শতাংশ দর্শক নিয়ে আর্জেন্টিনাকে খেলতে হয়। একই সঙ্গে ফিফা এই বলে এএফএকে সতর্কবার্তা দেয় যে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে দর্শক ধারণক্ষমতা ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে।
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। নিজেদের মাঠে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পরের ম্যাচ আগামী ৯ জুন কলম্বিয়ার বিপক্ষে।

ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করে সেরার স্বীকৃতি পেলেন শ্রেয়াস

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির মাসসেরার পুরস্কারটা ঘরেই থাকল। মার্চ মাসের ছেলেদের পুরস্কারটা জিতেছেন শ্রেয়াস আইয়ার আর মেয়েদের জর্জিয়া ভল। নিজ নিজ বিভাগে দুজনের আগের মাসে এই পুরস্কার জিতেছেন ভারতের শুবমান গিল ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান কিং।
ছয় মাস পর জাতীয় দলে ফেরার পর থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে আছেন শ্রেয়াস। ওয়ানডের সর্বশেষ আট ইনিংসের মধ্যে ৭টিতেই চল্লিশর্ধ্বো ইনিংস খেলেছেন ভারতীয় ব্যাটার। যার মধ্যে মার্চ মাসের তিন ইনিংস হচ্ছে যথাক্রমে-৭৯, ৪৫ ও ৪৮।
এমন দুর্দান্ত ছন্দে ব্যাটিং করেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪৩ রান করেই ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়াতে অনবদ্য অবদান রাখেন মিডল অর্ডার ব্যাটার। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ মার্চ মাসের সেরা হয়েছেন তিনি।
পেছনে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার জ্যাকব ডাফি ও রাচিন বরীন্দ্রকে।
দুর্দান্ত ছন্দটা আইপিএলেও ধরে রেখেছেন শ্রেয়াস। শুরু থেকে যথাক্রমে ৯৭*, ৫২*, ১০, ৯ ও ৮২- পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের ইনিংসগুলোই তার প্রমাণ।
আইসিসির পুরস্কার পেয়ে খুশি হয়েছেন ৩০ বছর বয়সী ব্যাটার, 'আইসিসির মার্চ মাসের সেরার পুরস্কার পেয়ে আমি সত্যিই সম্মানিত।
এই স্বীকৃতি অবিশ্বাস্য, বিশেষ করে একই মাসে আমরা আইসিসির চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। মুহূর্তটা সারাজীবন মনে রাখব।'
টানা দ্বিতীয়বার ভারতের মাসসেরার পুরস্কারের বিপরীতে টানা চতুর্থবার পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়া। নারী ক্রিকেটে সর্বশেষ চার মাসেই অস্ট্রেলিয়ার কোনো না কোনো ক্রিকেটারই এই পুরস্কার পেয়েছেন। মার্চ মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ৫০, ৩৬ ও ৭৫ রানের ইনিংস খেলে এবার জিতেছেন জর্জিয়া।
পুরস্কার জিততে পেছনে জর্জিয়া ফেলেছেন জাতীয় দলের সতীর্থ অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের চেতনা প্রসাদকে। ২১ বছর বয়সী ব্যাটারের আগের তিন মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার ছিলেন সাদারল্যান্ড (ডিসেম্বর), বেথ মুনি (জানুয়ারি) ও কিং (ফেব্রুয়ারি)।

আইপিএলে মাঠেই কেন ব্যাট পরীক্ষা করা হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাট ও বলের লড়াইয়ে ভারসাম্য নেই। এবার আইপিএল শুরুর আগে কথাটা বলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা। এর আগে-পরে বলেছেন আরও অনেকেই। কারণটা প্রায় সবার জানা। টি-টোয়েন্টিতে এখন দলগুলো ২০০ পেরিয়ে ৩০০ রান তোলার চেষ্টায় মত্ত। রাবাদার মতে, এভাবে চলতে থাকলে খেলাটির নাম 'ক্রিকেট' পাল্টে 'ব্যাটিং' রাখা উচিত। রাবাদার এ কথা নিশ্চয়ই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কানেও পৌঁছেছে। তাই গত রোববার জয়পুর ও দিল্লিতে আইপিএলের দুটি ম্যাচে দেখা গেছে অন্য রকম এক দৃশ্য। দুটি ম্যাচেই মাঠের আম্পায়াররা ক্রিজে আসা ব্যাটসম্যানদের ব্যাটের আকার পরীক্ষা করেন। আইপিএলের ইতিহাসে এমন কিছু এর আগে দেখা যায়নি। ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, আইপিএলে এবারই প্রথমবারের মতো মাঠের আম্পায়ারদের ম্যাচের মধ্যেই ব্যাটের আকার পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই।
ব্যাট নিয়মসিদ্ধ আকার অনুযায়ী বানানো হয়েছে কি না, সেটা একটি মাপার বস্তুর মাধ্যমে মাঠেই পরীক্ষা করেন আম্পায়াররা। অতীতে এ পরীক্ষাগুলো ড্রেসিংরুমে করা হতো। কিন্তু রোববার খেলার সময় মাঠেই তা দেখা গেছে।
ব্যাটসম্যানদের ব্যাট যদি নিয়ম অনুযায়ী বানানো হয়, তাহলে এ যন্ত্রের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যাবে কিংবা সহজেই এই মাপের মধ্যে প্রবেশ করবে। আকার বড় হলে প্লাস্টিকের এই ত্রিভুজাকৃতির গেজের মধ্যে ব্যাটটি প্রবেশ করবে না কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হবে। গেজের গায়ে ব্যাটের নিয়মসিদ্ধ আকারও লেখা আছে—পুরুত্ব ২.৬৮ ইঞ্চি, চওড়া ৪.৩৩ ইঞ্চি, কানা ১.৬১ ইঞ্চি এবং ব্যাটের উল্টো দিকে থাকা বাঁকানো অংশ হবে ০.২০ ইঞ্চির মধ্যে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' আরও জানিয়েছে, ওপেনাররা মাঠে নামার আগে তাঁদের ব্যাট পরীক্ষা করেন চতুর্থ আম্পায়ার। এর পরের ব্যাটসম্যানদের ব্যাট মাঠে পরীক্ষা করছেন মাঠের আম্পায়ার। কিছু ব্যাটসম্যান আইন লঙ্ঘন করে বড় আকারের ব্যাট নিয়ে নামার পর ব্যাট পরীক্ষার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।
আইনের আওতার বাইরে বড় আকারের ব্যাট ব্যবহার করলে আইপিএলে মৌখিকভাবে তিরস্কার করেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে গত বছর এমন একটি ঘটনায় পয়েন্ট কাটা হয় নটিংহামশায়ারের।
আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুন ধুমাল এ নিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, 'কেউ অন্যায় সুবিধা পাবে, এটা কারোরই মনে হওয়া উচিত না। খেলায় ন্যায্যতা নিশ্চিতে বিসিসিআই এবং আইপিএল সব সময়ই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। খেলা যেন অন্যায়ভাবে প্রভাবিত না হয়, সে জন্য আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করছি, যেন সব সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা যায়। এ পদক্ষেপের পেছনে মূল ভাবনাটা হলো খেলার চেতনাকে সমুন্নত রাখা।' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, আইপিএলে চলতি মৌসুমের আগেও ব্যাট পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে সেটা ম্যাচের দিন নয়। ম্যাচের আগের রাতে ব্যাট পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ফাঁকও রয়েছে। রাতে ব্যাট পরীক্ষা করিয়ে ম্যাচে অন্য ব্যাট নিয়ে নামার ঘটনাও ঘটেছে। আইন লঙ্ঘন করে আকারে বড় ব্যাট ব্যবহার করা এক আন্তর্জাতিক ব্যাটসম্যান সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, 'তারা ব্যাটের নিচের অংশের ওজন বাড়ান, যেখানে বল লাগানোর চেষ্টা করেন ব্যাটসম্যান। "সুইট স্পট"-এ বেশি কাঠ এবং হাতলের দিকের অংশে কম কাঠে বেশি শক্তি ও স্ট্রোক পাওয়া যায়।' হার্ড হিটার ব্যাটসম্যানরা ব্যাটের কানার পুরুত্ব বেশি, এমন ব্যাট পছন্দ করেন। এতে অনেক সময় ব্যাটে ঠিকমতো বল না লাগলেও ছক্কা হয়ে যায়। কিন্তু আম্পায়ারা এখন মাঠে ব্যাট পরীক্ষা করায় কেউ জেনেবুঝে আইনের বাইরে বড় আকারের ব্যাট নিয়ে নামবেন বলে মনে হয় না। বিসিসিআইয়ের এ সিদ্ধান্তকে ব্যাট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানও স্বাগত জানিয়েছে। বিখ্যাত এসজি ব্যাটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরশ আনন্দ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, 'এসজির বানানো প্রতিটি ব্যাটকেই এই মাপার যন্ত্র পাড়ি দিতে হয়। তবে খেলোয়াড়দের ব্যাট যেহেতু আমরা পুরোপুরি পরীক্ষা করতে পারি না, তাই এ বিষয়ে (ব্যাটের আকার) শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারি না। তবে পার্থক্যটা এক থেকে দেড় মিলিমিটার, যেটা বড় কিছু না। আইপিএলে সব খেলোয়াড়ের ক্রিকেট ব্যাট পরীক্ষা করার বিষয়টি ভালো, নইলে খেলোয়াড়েরা বড় ব্যাট বানানোর দিকে ঝুঁকতে পারে।'

আইপিএলে ১৮ বার ম্যাচসেরা ধোনি, সবার ওপরে কে

আপনজন ডেস্ক: ১ মে ২০১৯ চেন্নাইয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে চেন্নাই সুপার কিংসের ৮০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ব্যাট হাতে ২২ বলে অপরাজিত ৪৪ রান করার পর উইকেটকিপার হিসেবে ৩টি ডিসমিসাল (১ ক্যাচ, ২ স্টাম্পিং) করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। সেই দিন কে জানত আইপিএলে আরেকবার ম্যাচসেরা হতে ৮৫ ম্যাচ অপেক্ষা করতে হবে ধোনিকে!
প্রায় ছয় বছর অপেক্ষার পর সেই ধোনি গতকাল আবার ম্যাচসেরা হলেন আইপিএলে। এবার একানায় স্বাগতিক লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ১১ বলে ২৬ রান করে দলকে জেতাতে বড় ভূমিকা রেখে। আইপিএল ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১৮তম বার ম্যাচসেরা হলেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। যেটি তাঁকে উঠিয়ে এনেছে আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা হওয়াদের চতুর্থস্থানে। বিরাট কোহলি ও ডেভিড ওয়ার্নারও ধোনির মতো ১৮ বার ম্যাচসেরা হয়ে যৌথভাবে চতুর্থস্থানে।
ধোনি-কোহলিদের চেয়ে একবার বেশি ম্যাচসেরা হয়ে তৃতীয়স্থানের আছেন রোহিত শর্মা। রোহিত সর্বশেষ ম্যাচসেরা হয়েছেন ২০২৩ সালে। রোহিতের ঠিক ওপরের নামটা ক্রিস গেইল। ১৪২ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারে ২২ বার ম্যাচসেরা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা। একটা সময় আইপিএলে ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ডটা ছিল গেইলের।
২০২০ সালে তাঁকে ছাড়িয়ে যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। ২০২১ সালে আইপিএল ক্যারিয়ার শেষ করা দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান ম্যাচসেরা হয়েছেন ২৫ বার।

আইপিএলে ১১১ রান করেও কেকেআরকে হারাল পাঞ্জাব

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়! মুল্লানপুরের মাঠে বসে তো বটেই, টিভি পর্দায় যাঁরা খেলাটা দেখেছেন, তাঁরা কি নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছেন নাকি অবিশ্বাসের ঘোর থেকে বেরোতে চিমটি কেটে দেখছেন? আইপিএল এখন এমন দিন এসে গেছে যে, ২৫০ রানও নিরাপদ নয়। সেখানে ১১১ রান তো কোন ছাড়!
তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এই 'মামুলি পুঁজিই' যথেষ্ট বানিয়ে ফেলল পাঞ্জাব কিংস। বলিউডের দুই তারকার দলের লড়াইয়ে শাহরুখ খানের কলকাতাকে ৯৫ রানে অলআউট করে দিল প্রীতি জিনতার পাঞ্জাব। নিজেদের মাঠে সমর্থকদের খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে পাঞ্জাব ম্যাচটা জিতে নিল ১৬ রানে। আইপিএল ইতিহাসে এখন এটাই সবচেয়ে কম রান ডিফেন্ড করে জয়। আগের রেকর্ডেও জড়িয়ে ছিল পাঞ্জাবের নাম। ২০০৯ আসরে ডারবানে ১১৬ রান করেও পাঞ্জাবকে ২৪ রানে হারিয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। পাঞ্জাবের রূপকথার মতো জয়ের নায়ক যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারত জাতীয় দলের একাদশে প্রায় দুই বছর ধরে উপেক্ষিত এই লেগ স্পিনার ২৮ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (২১১) এই বোলারের হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাঞ্জাবের বাকি বোলাররাও উইকেট পেয়েছেন—মার্কো ইয়ানসেন ৩টি এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অর্শদীপ সিং ও অভিষিক্ত জাভিয়ের বার্টলেটের শিকার ১টি করে। একইভাবে কলকাতারও সব বোলার উইকেট পেয়েছেন। হর্ষিত রানা ৩টি, দুই স্পিনার সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তী ২টি করে, আনরিখ নর্কিয়া ও বৈভব অরোরা ১টি করে। অথচ শুরুতে এটিকে আরেকটি রানবন্যার ম্যাচ বলেই মনে হচ্ছিল। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা পাঞ্জাব ৩.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৯ রান তুলে ফেলেছিল।
কিন্তু পরের বল থেকেই সেই যে টপাটপ উইকেট পড়া শুরু হলো, আর থামলই না। ৭২ রানেই সব কটি উইকেট হারায় শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭ রানেই দুই ওপেনার সুনীল নারাইন ও কুইন্টন ডি ককে হারায় কলকাতা। এরপরও লক্ষ্যটা কলকাতার হাতের মুঠোতেই ছিল। তৃতীয় উইকেট জুটিতে অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে ও অংকৃষ রঘুবংশী ৫৫ রান যোগ করার পর তো কারও ঘুণাক্ষরেও ভাবার কথা নয় যে, এই ম্যাচ কলকাতা হারতে যাচ্ছে। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে তখন যে ৭৫ বলে মাত্র ৫০ রান দরকার ছিল!
কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে এখান থেকেই কলকাতার ইনিংসে মড়ক লাগে। ৩৩ রানের মধ্যে দলটির শেষ ৮ উইকেট তুলে নিয়ে ইতিহাস গড়ে পাঞ্জাব।

চূড়ান্ত হল ভারতের বাংলাদেশ সফরের সূচি

আপনজন ডেস্ক: তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে আগস্টে বাংলাদেশ সফরে আসবে ভারত, তা আইসিসির ভবিষ্যৎ সূচি পরিকল্পনায় (এফটিপি) আগে থেকেই ছিল। আজ সেই দুটি সিরিজের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল বিসিবি। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৩ আগস্ট ঢাকায় আসবে ভারতীয় দল। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম দুটি ওয়ানডে হবে ১৭ ও ২০ আগস্ট। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে (সাবেক জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম) শেষ ওয়ানডে ২৩ আগস্ট। বন্দর নগরীতেই প্রথম টি-টোয়েন্টি ২৬ আগস্ট। এরপর দুই দল ঢাকায় ফিরে মিরপুরে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি খেলবে ২৯ ও ৩১ আগস্ট। পরদিন ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়বে ভারতীয় দল। ভারতের **বাংলাদেশ সফরের সূচি**
১ম ওয়ানডে- ১৭ আগস্ট মিরপুর
২য় ওয়ানডে- ২০আগস্ট মিরপুর
৩য় ওয়ানডে- ২৩ আগস্ট চট্টগ্রাম
১ম টি-টোয়েন্টি- ২৬ আগস্ট চট্টগ্রাম
২য় টি-টোয়েন্টি- ২৯ আগস্ট মিরপুর
৩য় টি-টোয়েন্টি- ৩১ আগস্ট মিরপুর

ম্যাক্সওয়েল আর কত টাকা নষ্ট করবেন

আপনজন ডেস্ক: ০, ১, ০, ৪, ১৬, ০, ০, ৩০, ১, ৩...
আইপিএলে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের পারফরম্যান্স এমন। সর্বশেষ ফিফটি করেছেন আরও ৫ ইনিংস আগে। এই ১৫ ইনিংসের মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ৩০।
কী বুঝলেন! হ্যাঁ, নামটা ম্যাক্সওয়েল বলেই এরপরও আইপিএলে খেলছেন। সেটিও প্রায় প্রতি ম্যাচে। দলগুলোও কোটি কোটি রুপি খরচ করছে। তবে পারফরম্যান্সের দিকে চোখ দিলে বলতে হচ্ছে, দলগুলোর কোটি কোটি রুপি উসুল হচ্ছে না!
এবার ম্যাক্সওয়েল খেলছেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। ৪ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছেন মাত্র ৩৪। ৪ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে কেনা এই ক্রিকেটারকে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে ম্যাক্সওয়েলকে কিনে কিছুটা লাভ এই পাঞ্জাবই করতে পেরেছিল। সেটি অবশ্য ১১ বছর আগের কথা।
২০১৪ সালের আইপিএলে ম্যাক্সওয়েলের পারফরম্যান্স ২০১৪ সালের আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (বর্তমানে পাঞ্জাব কিংস) হয়ে ১৮৭ স্ট্রাইক রেটে ৫৫২ রান করেছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান। এই পাঞ্জাবকে প্রথমবার তুলেছিলেন ফাইনালে। সেবার ম্যাক্সওয়েলকে ৬ কোটি রুপিতে কিনেছিল তাঁরা। এমন একটি মৌসুম কাটিয়ে পরের দুই মৌসুমের একটিতেও পাঞ্জাবের হয়ে ২০০ রানও করতে পারেননি তিনি। ২০১৭ সালে করেছিলেন মাত্র ৩১০ রান। হতাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয় দলটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Prrnted, Publrshed and owned by Zardul Haque, Publrshed from 94/2 Collrn Street, Kolkata-700016, Prrnted at Samar Prrntech, 29 Topsra Road South, Kolkata-700046. **Edrtorral Offrce:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Edrtor: Zardul Haque**